ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২৭ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ৯ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে ফিরেই বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

২৩ আগষ্ট জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তি দ্বারা চালিত হয়, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রযুক্তিই সময়ের প্রয়োজন। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দিল্লির পালাম টেকনিক্যাল এয়ারপোর্ট চত্বরে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রীস সফর শেষে দিল্লির পরিবর্তে বেঙ্গালুরুতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সফলতায় ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। বেঙ্গালুরু থেকে শনিবার দুপুরেই দিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জমকালো স্বাগত জানায় বিজেপি নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর-সহ বিজেপি নেতৃবৃন্দ। দিল্লিতে ফেরার পর চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য উদযাপন করতে শত শত মানুষের সঙ্গে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরের কাছেই এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমরা যখন কিছু সাফল্য অর্জন করি, আমরা নতুন উচ্চতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সংকল্প করি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এর আগে আমি বেঙ্গালুরুতে ছিলাম, কারণ আমি সেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যারা ভারতকে এত বড় কীর্তি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। চন্দ্রযানের সাফল্য উদযাপন করতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আসা মানুষজনকে দেখে আমি উৎসাহিত বোধ করছি।'

চন্দ্রযান-৩ মিশনের অবতরণস্থলের নাম রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখন থেকে চন্দ্রযান-৩ মিশনের অবতরণস্থলের নাম হবে 'শিবশক্তি'। শনিবার সকালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) পৌঁছে এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দনও জানালেন তিনি। ইসরোর সাফল্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান।'

দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রীস সফর শেষে ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে শনিবার সাতসকালে বেঙ্গালুরু পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের (হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বিমানবন্দর) বাইরে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান।' তাঁর কথায়, 'আমি দেশে ছিলাম না বলে নিজেকে থামাতে পারিনি, তাই আমি প্রথমে বেঙ্গালুরুতে আসার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল আগরতলা - সাব্রুমগামী যাত্রী ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ আগষ্ট।। হয়ে যেতে পারত আরও একটা বালাসোর দুর্ঘটনা। চরম গাফিলতিতে প্রাণ হারাতেন অসংখ্য যাত্রী। ট্রেন দুর্ঘটনার সাক্ষী হত রাজ্যবাসী। বলা চলে অল্পের জন্য বেঁচে গেল শতশত প্রাণ। প্রতিদিনের মত আজও ১০টা ৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যাত্রীবাহী ডেমো ট্রেন। ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিশালগড়ের গৌতমনগর রেল ব্রীজের কাছে আসতেই বড় ধরনের বিপাকে পরে রেলটি। রেল ট্র্যাকে রাখা পাথর বোঝাই ট্রলির সাথে সংঘর্ষ হয় ট্রেনটির। বেশ কিছুক্ষণ হেঁচড়ে কয়েক মিটার দূরে গিয়ে দাঁড়ায় যাত্রীবাহী ট্রেনটি। স্টেশন মাস্টার সহ লাইনম্যানের চরম গাফিলতির কারণে আজ বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। এই সময়ে যাত্রীবাহী ট্রেনটি আসবে জেনেও রেল ট্র্যাকে পাথর ছড়ানোর কাজ করা শ্রমিকরা পাথর বোঝাই ট্রলিটি রেল ট্র্যাকের উপরেই রেখে দেয়। ট্রলির সাথে সংঘর্ষের পরে ট্রেনটি ট্র্যাক থেকে সরে গেলেই বালাসোরের মত আরও একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত রাজ্যে। তবেবরাত জোরে তা হয়নি। এবং কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি যাত্রীদের। তবে দুর্ঘটনায় ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। পরে রাজধানী থেকে আরও একটি ইঞ্জিন আনা হয়। এবং দীর্ঘ চার ঘন্টা পর ট্রেনটি বিশালগড় থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই সময়ে চরম দুর্ভোগে পরতে হয় যাত্রীদের। ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জিআরপি, আরপিএফ সহ রেল দপ্তরের একাধিক আধিকারিকরা। বিকেল ৩টা ১০ মিনিট নাগাদসাব্রুমের উদ্দেশ্যে রওনা হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাত্রীরা।

এডিসির উপদেষ্টা থেকে পদত্যাগ করলেন রাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কেপ্টেইন জি.এস রাঠে। শুক্রবার তিনি টি.টি.এ.এ.ডি.সি-র সি.ই.ও সি.কে জমাতিয়ার হাতে নিজের পদত্যাগ পত্র তুলে দেন। ব্যক্তিগত কারন দেখিয়ে টি.টি.এ.এ.ডি.সি-র উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কেপ্টেইন জি.এস রাঠে।পদত্যাগ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান স্বপ্ন দেখিয়ে তিনি চলে গেছেন এমনটা ভাবার কোন কারন নেই। তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই স্বপ্ন তিনি পূরণ করবেন। টি.টি.এ.এ.ডি.সি এলাকার বাসিন্দাদের কিছু না কিছু তিনি দিয়ে যাবেন বলে জানান তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের জাতীয় সড়কে ধ্বস

সোনাপুর (মেঘালয়), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : ফের গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সোনাপুরে ব্যাপক ধস নেমেছে। ফলে দেশের অন্য অংশের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে গেছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশ।

আজ শনিবার সরকারি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার রাতে মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার অন্তর্গত সোনাপুরে লাগোয়া পাহাড় থেকে কাদা-মাটি- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাখির পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী সহ এক ঝাঁক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে

উপনির্বাচনে দলের রণকৌশল ঠিক করতে কলমচৌড়া বাজারে পৃষ্ঠা প্রমুখদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। যে দল কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকদের খুন করেছে সেই দলের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস। তারা আসলে মানুষের স্বার্থে কথা চিন্তা করে না। কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভাবে। তিনি বলেন, কাজের শেষ নেই। কাজ করতে হবে। মানুষের সমস্যার সমাধান করতে হবে। অতীতে সমস্যা জিইয়ে রেখে কাজ করতো। বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করে না, জাতি-উপজাতি সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। আমাদের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা। মানুষ আগে উচ্ছৃঙ্খল, মারপিট দেখেছে কিন্তু বিজেপি সংস্কারবাদী, আমাদের আদর্শ ডা. শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়াল উপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের বিদেশ নীতিতে ভারতের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র ভারতকে সমীহ করতে বাধ্য হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দেখেছে, সংসদে এখন আর উগ্রবাদী হামলা হয় না। সমস্ত জায়গায় সুন্দর পরিবেশ হয়েছে। এবারের উপনির্বাচনে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন এই সুযোগ বার বার আসবে না। রক্তস্নাত দিন ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদুরাইয়ে ট্রেনের বগিতে আগুনে মৃত ১০ গুরুতর আহত ২০, ক্ষতিপূরণ দেবে রেল

মাদুরাই, ২৬ আগস্ট (হি.স.): তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলায় পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শনিবার ভোর ৫.১৫ মিনিট নাগাদ মাদুরাই রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের কামরায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে যায়। এই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০ জনেরও বেশি। দমকল ইতিমধ্যেই আগুন নিভিয়েছে। ওই কামরা ছাড়া বাকি কোনও কামরায় সে ভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে রেল সূত্রে খবর। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ করে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে।

মাদুরাইয়ের জেলাশাসক এম এস সঙ্গীতা বলেছেন, শনিবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ মাদুরাই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগিতে আগুন লাগে। তাঁরা তীর্থযাত্রী এবং উত্তর প্রদেশ থেকে ভ্রমণ করছিলেন। সকালে তাঁরা কফি বানানোর চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় গ্যাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের ব্যবহার যোগ্য হল কল্যাণ সাগরের জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ আগষ্ট।। গত ১২ই জুলাই চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় মানব মাথার খুলি ভাসমান অবস্থায় উদয়পুর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সংলগ্ন কল্যাণ সাগরে উদ্ধার হয়। ঐ দিন থেকে শাস্ত্র মতে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে এই দিঘির জল দিয়ে স্নান করানো যায়নি বা জন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।ফল স্বরূপ পূর্ণার্থীরা এই জল ব্যবহার করতে পারেন নি।৪৫ দিন পর আজ মাতাবাড়ি মন্দিরের পুরোহিতরা ১০৮ কলস জল কল্যাণ সাগর থেকে তুলে এনে মাল গাড়ি দিয়ে বহন করে উদয়পুর গিরিধারীপল্লীস্থিত রাম ঠাকুর আশ্রমের ঘাটলা দিয়ে সেই জল গোমতী নদীতে ফেলেন।তারপর সেখান থেকে আবার মাতাবাড়ির পুরোহিতরা গোমতী নদী থেকে সারিবদ্ধ ভাবে ১০৮ কলস জল ভরে আবার বোলেরু পিকআপ ভ্যান দিয়ে।মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগরে ফেলেন। যদিও এর আগে মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগর ও উদয়পুর রামঠাকুর আশ্রমের গোমতী নদীর ঘাটে গঙ্গা পূজা,হোম যজ্ঞাদি পূর্ণ্য শাস্ত্রিয় বিধি মেনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকের আওয়াজ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাতাবাড়ি চত্বরে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন নিয়ম মেনে মাকে পূজা করলে মা ভক্তদের মঙ্গল সাধন বিনা অপকার করেন না প্রায় ৪৫ দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ৩১৪ ◻ ২৭ আগস্ট ২০২৩ ইং◻ ৯ ভাদ্র ◻ রবিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জল সংকট ড়িতেছে

সারা দেশের তুলনায় এবছর উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্যে এই বছর বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম হইয়াছে। বৃষ্টিপাত কম হয় সাধারণ মানুষ জন রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। ইহার কারণ নিয়াও বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হইয়াছে। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব বৃষ্টিপাত কম হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। পরিবেশ বিদ্রোহ বিষয়টি স্পষ্ট করিয়াছেন। বৃষ্টিপাত কম হইলে জলস্তর আরো নিচে নামিযয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বৃষ্টিপাত কম হইবার ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে ঠিক তেমনি ছড়া নদী নালা ইত্যাদি শুকাইয়া যাইবার আশঙ্কা প্রবল। শহর সমতল সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের যোগান নিশ্চিত করা হয় বিভিন্ন নদীর জল হইতে জল সংগ্রহ করিয়া পরিশোধনের মাধ্যমে। নদী নালা ইত্যাদির জল শুকাইয়া গেলে পরিশ্রুত পানীয় জলের ভান্ডার টান পড়িবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। আবার অনেকেই টিউবওয়েল কিংবা ডিপ টু টিউবওয়েলের উপর নির্ভর করিয়া দৈনন্দিন পানীয় জলসহ যাবতীয় জলের চাহিদা পূরণ করিয়া থাকেন। জলস্তর ক্রমশ নিচে নামিয়ে গেলে ওইসব উৎসব বিকল হইয়া পড়িবে। তাহাতে সমস্যা আরও পারিবে বৈকি ! কমিবে না। মাটির তলদেশ থেকে ক্রমাগত পানীয় জল কিংবা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জল তুলিতে তুলিতে পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ বদলাইয়া যাইতেছে। গবেষণায় এমনই দাবি করা হইয়াছে। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস' জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে।গবেষণাপত্রে জানানো হইয়াছে, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ১ গিগাটনের অর্থ ১০০ কোটি মেট্রিক টন বা ১ লক্ষ কোটি কেজি। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়ার জেরে পৃথিবীর অক্ষ প্রতি বছর পূর্বের দিকে ৪.৩৬ সেন্টিমিটার সরিয়া যাইতেছে।গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা। সোল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কি-ওন সিও, তাওন জিওন, জি-সুং কিম এবং কুকিওন ইয়ম, দক্ষিণ কোরিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয় কুংপং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জিওং ইয়ম। এ ছাড়া, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দংরিওল রু, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির জিয়ানলি চেন, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর ক্লার্ক আর উইলসন। বিজ্ঞানী দলটি জানাইয়াছে , পৃথিবীর অক্ষের যে পরিমাণ স্থানবদল ঘটিয়াছে, তাহা খুবই নগণ্য। ফলে মানব জীবনে এর প্রভাব এখনই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে এই বিপুল পরিমাণ জল তুলিয়া নেওয়া সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে কেন্দ্র হইয়া দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এক কাল্পনিক অক্ষরেখা। নিজের এই অক্ষের চারপাশে আবর্তন করিয়া চলিতেছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই জানেন, পৃথিবীর উপরিভাগ ও ভিতরে ভরের বণ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবেই মেরু ও অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই ঘটনাকে 'পোলার মোশন' বলা হয়। আরও বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে এর পিছনে। যেমন সমুদ্রের স্রোত, হারিকেন। কিন্তু একটি অন্যতম কারণ, মানুষের কার্যকলাপ। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে হিমবাহ গলিতেছে। তাহাতেও পৃথিবীর জলভাগের ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী কি-ওন সিও জানান, পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান সম্পর্কিত ১৭ বছরের তথ্য এক জায়গায় করিয়া তাঁহারা কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পৃথিবীর অক্ষের উপরে কোন বিষয়গুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে। সিও বলেন, "বায়ুমণ্ডলের চাপ, সমুদ্রের নিচে জলস্তরের চাপ, বাঁধের পার্শবর্তী কৃত্রিম জলাধার, মেরু বরফ, পর্বতের হিমবাহ, বাতাস ও ভূগর্ভস্থ জল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলের 'অঙ্ক' বাদ দিলেই অক্ষের পরিবর্তন নিয়া যাহা অনুমান ছিল, তাহার সঙ্গে আর পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য মিলছিল না। ভূগর্ভস্থ জল যোগ করিতেই অঙ্ক মিলিয়া গিয়াছে। মাটির নিচ থেকে যে জল তোলা হয়, তাহা শেষমেশ সমুদ্রে গিয়া মিশে। পৃথিবীর অক্ষের পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী ভূগর্ভস্থ জল সেচ ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি।

বৃষ্টির সৌজন্যে দুই বঙ্গেই মনোরম আবহাওয়া, মহানগরীতে আরও নামল তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু বৃষ্টির সুবাদে মনোরম হয়ে উঠেছে উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গের আবহাওয়া। সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ নেমেছে অনেকটাই, কলকাতায় শনিবার আরও একটু নামল তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। শুক্রবার দিনভর মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা। বৃষ্টিতে কলকাতার নীচু এলাকায় জলও জমে যায়।

যাইহোক, শনিবার সকাল থেকে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। তবে, সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। গুমোটভাব কেটে গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া এখন মনোরমই। তবে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি এবার কমতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি, এখন প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে গণনা করা হচ্ছে ভারতকে : প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি, এখন প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে গণনা করা হচ্ছে ভারতকে। বললেন ইসরোর সাফল্যে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে ইসরোর প্রধান কার্য্যালয়ে চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যের নেপথ্যে থাকা ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে তিনি বলেছেন, 'একটা সময় ছিল, যখন আমাদের তৃতীয় সারিতে গণনা করা হত। কিন্তু, এখন বাণিজ্য থেকে প্রযুক্তি, প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে গণনা করা হচ্ছে ভারতকে। ''তৃতীয় সারি'' থেকে ''প্রথম সারিতে'' এই যাত্রায় আমাদের ''ইসরো''-রর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি বিশাল ভূমিকা পালন করেছে।'ইসরোর বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, 'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম এবং আপনাদের কুর্নিশ জানাতে চাই... আপনাদের প্রচেষ্টাকে স্যালুট।' এরপরই একের পর এক ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'যে স্থানে চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার অবতরণ করেছে, সেই বিন্দুটি 'শিবশক্তি' নামে পরিচিত হবে।...এই ''শিবশক্তি'' পয়েন্টটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। মানুষের কল্যাণ আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্গীকার।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, '২৩ আগস্ট চাঁদে পতাকা উত্তোলন করেছিল ভারত। এখন থেকে সেই দিনটি ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে পরিচিত হবে।' তিনি আরও বলেন, 'চন্দ্রপৃষ্ঠের যে স্থানটিতে চন্দ্রযান-২ নিজস্ব পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে সেটি ''তিরঙ্গা'' নামে পরিচিত হবে। এটি ভারতের প্রতিটি প্রচেষ্টার জন্য একটি অনুপ্রেরণা হবে। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে কোনও ব্যর্থতা চূড়ান্ত নয়।'ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'চন্দ্রযান-৩ মিশনে মহিলা বিজ্ঞানীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।'

বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা

বিশেষ প্রতিবেদন।। এক নতুন মহামারি নাকি গ্রাস করতে চলেছে সভ্যতাকে। "একাকিত্ব"। আ বায়োগ্রাফি অব লোনলিনেস-এর লেখক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ফে বাউন্ড অ্যালবার্টি "একাকিত্ব"কে বর্ণনা করেছেন গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নতা বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সচেতন, সজ্ঞান অনুভূতি হিসাবে। এই "একাকিত্ব" তারুণ্য কিংবা যৌবনের উচ্ছলতাকেও গ্রাস করে ফেলে অনায়াসে।

তৈরি করে বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, হৃদ্‌রোগ, স্মৃতিভ্রংশ, নিদ্রায় গোলযোগ। অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে ৩০ শতাংশ। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতে নাকি জীবনকালের পরিমাণ কমতে পারে দৈনিক ১৫ টি সিগারেট খাবার সমতুল পরিমাণে। "নির্জনতা" এর বিপ্রতীপে। অনেকে এমন "একা" হতেই চায় দার্জিলিং না গিয়ে যেতে চায় শিলং পাহাড়ে। বেলজিয়ান-আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও কবি মে সার্টন বলেছিলেন, "একাকিত্ব" হল দারিদ্র এবং "স্বাতন্ত্র্য" হল সমৃদ্ধি।

আমেরিকার সার্জন জেনারেল ডাক্তার বিবেক মূর্তি সামাজিক ভাবে একাকিত্বকে প্রতিহত করতে বেশ কিছু পরিকল্পনা করেছেন সম্প্রতি। তাঁর ২০২০ সালের বই টুগেদার: দ্য হিলিং পাওয়ার অব হিউম্যান কানেকশন ইন আ সামটাইমস লোনলি ওয়ার্ল্ড-এ মূর্তি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন একাকিত্বের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার, এবং একাকিত্বের ফলে সম্ভাব্য শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির। একাকিত্বকে রুখতে কী ভাবে এক সম্পর্ক-কেন্দ্রিক সমাজকে লালন করা যায়, তারই তত্ত্বতালাশ করেছেন বিবেক মূর্তি। আমেরিকায় সামাজিক যোগাযোগকে এখন খাদ্য, জল আর বাসস্থানের মতোই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। একাকিত্ব এবং তার বিপদ নিয়ে চর্চা দীর্ঘ দিনের। অ্যালবার্টি অবশ্য বলছেন, উনিশ শতকের আগে একাকিত্বের দীর্ঘমেয়াদি রূপচিত্রের বড় একটা সুযোগই ছিল না। মানুষকে তখন জীবিকার প্রয়োজনেই অন্যদের সঙ্গে কাটাতে হত দীর্ঘ ক্ষণ। সে কী করে অনুভব করবে একাকিত্বকে? আবার এমন হতেই পারে, বহু আগেও একাকিত্ব ছিল পুরোদমে, কিন্তু ছিল তার প্রকাশ-ভঙ্গির অভাব। ইংরেজি সাহিত্যেও "একাকিত্ব" কিন্তু খুব একটা আসেনি ১৮০০-র আগে। হ্যামলেট হয়তো অন্যতম ব্যতিক্রম, সেখানে ওফেলিয়া ভুগেছে একাকিত্বে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট পাটনাম ১৯৯৫-এ একটা প্রবন্ধ লেখেন, শিরোনাম "বোলিং অ্যালোন"। পাঁচ বছর পরে একই শিরোনামে একটা বইও লেখেন তিনি। পুটনাম বর্ণনা দিয়েছেন দীর্ঘ দিন ধরে দানা বেঁধে ওঠা একাকিত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মহামারির রূপরেখার। প্রচুর তথ্য-সহযোগে দেখিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানগত, প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক পরিবর্তন কী ভাবে ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে নড়বড়ে করে দিয়েছে আমেরিকার সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোগুলোকে, মানুষজনকে করেছে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন সামাজিক কাজকর্ম, আর সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়ানোর। একাকিত্বকে অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে ২০১৬ সালে ব্রিটেনে তৈরি হল "জো কক্স কমিশন অন লোনলিনেস"। কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ে ২০১৭-র শেষে। ২০১৮-র প্রথম দিকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম "একাকিত্ব" দফতরের মন্ত্রী নিয়োগ করলেন ততকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মে। তার পর পাঁচ বছর কেটেছে ব্রিটিশ জনতা কি একটু কম "একাকী"? এর বিচার অবশ্য সাংঘাতিক কঠিন মাঝখানের অতিমারি সামাজিক হিসাবনিকাশের মানদণ্ডকেও ঘেঁটে দিয়েছে। তবে ইতিমধ্যে একাকিত্ব দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে জাপানেও কোভিডকালে সে দেশের আত্মহত্যার হার ১১ বছরের মধ্যে প্রথম বার বেড়ে যাওয়ার অভিঘাতে। এই ক্রমবর্ধমান একাকিত্বের প্রধান চালিকাশক্তি কী? অনেকেই মনে করেন, প্রযুক্তি। এমআইটি-র অধ্যাপক শেরি টার্কল যেমন তাঁর ২০১১ সালের বই অ্যালোন টুগেদার: হোয়াই উই এক্সপেক্ট মোর ফ্রম টেকনোলজি অ্যান্ড লেস ফ্রম ইচ আদার-এ বর্ণনা দিয়েছেন, কী ভাবে প্রযুক্তি প্রভাব ফেলছে আমাদের সত্তা এবং সামাজিক জীবনযাত্রা, দুইয়ের উপরেই। টার্কল বলছেন, প্রযুক্তির উপর আমাদের নিরন্তর নির্ভরতা এবং ডিজিটাল দুনিয়ার আবর্ত আমাদের ঠেলে দিচ্ছে গভীর একাকিত্বের মধ্যে। প্রবল ভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে জীবনের আবেগঘন অংশটুকু। এই বই লেখার পরেও কেটে গিয়েছে এক যুগ। আমাদের ডিজিটাল নির্ভরতা বেড়েছে আরও। তার খানিকটা শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম অতিমারির ফলেও। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও তার অস্থির ডানা ঝাপটাচ্ছে মানুষের জীবনে। কিন্তু প্রযুক্তি তো সমৃদ্ধতরই হতে থাকবে। প্রযুক্তির ম্যাজিকে "একাকী" আবিষ্ট হয়ে থাকা, এবং পরিণতিতে এই ক্রমবর্ধমান একাকিত্বের চোরাবালিতে ডুবে যাওয়াই কি তা হলে মানুষের ভবিতব্য? মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড রিসম্যান-এর দ্য লোনলি ক্রাউড ছাপা হয় ১৯৫০এ সে সময়ই আমেরিকার ৯ শতাংশ বাড়িতে বাস করেন মাত্র এক জন করে মানুষ। ১৯৫৯-এর মধ্যেই মনোবিদ্যা তার পরিধির মধ্যে খুঁজে পায় "একাকিত্ব"কে। সবই আজকের প্রযুক্তিনিবিড় যুগের বহু আগের ঘটনা।

চাঁদে প্রথম মানুষ

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর।। চাঁদে অভিযান শুরু করতে ১৯৬১ সালে কেনেডি যখন তার সেই বিখ্যাত ভাষণ দেন, তখন বাজের বয়স ৩০ বছর। তার গবেষণাও বেশ সফলতার সাথে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। পরের বছর ডিসেম্বর তিনি লাইন অব সাইট গাইডেন্স টেকনিক ফর ম্যানড অরবিটাল রেনডেভি শিরোনামের থিসিস লিখে ফেলেন। সেটি লস অ্যাঞ্জেলসের এয়ার ফোর্সের স্পেস সিস্টেম ডিভিশনে পাঠিয়ে দেন। এই থিসিসের কারণেই তার নাম হয়ে যায় ড় রেনডেভি।

মানুষবাহী চন্দ্র অভিযানের জন্য ক্রুর খোঁজে ১৯৬৩ সালে তৃতীয়বারের মত বিজ্ঞপ্তি দেয় নাসা। আবেদনপত্র জমা দেন বাজ অলড্রিন। সেবার ১৪ জন নতুন সম্ভাব্য নভোচারী বাছাই করেছিল নাসা। তাদের একজন ছিলেন বাজ। এসব নভোচারীদের জন্য ম্যানড স্প্যাসক্র্যাফট সেন্টারের পাশে নাসাও বেতে নতুন বসতি স্থাপন করেছিল নাসা। দুই ছেলে মাইকেল ও অ্যান্ড্রি আর এক মেয়ে জ্যানিসকে নিয়ে সেখানেই জায়গা পান বাজ পরিবার।

বাজের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে তাকে মিশন প্ল্যানিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে নভোচারী হিসেবে বাছাই করা হলেও অনেকদিন তাকে কোন মিশনে না পাঠানোতে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠেন বাজ। অবশেষে ১৯৬৬ সালে তিনি জেমিনি ১২ মিশনে মহাকাশে যান। সেখানে পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় ধরে বিভিন্ন যান্ত্রিক পরীক্ষা চালান তিনি। আর সবুরে মেওয়া ফলার মত করে ১৯৬৯ সালে যাওয়ার সুযোগ পান অ্যাপোলো ১১ মিশনে।

অ্যাপোলো ১১ চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে যুক্তরাষ্ট্রের সময়সূচি অনুযায়ী, ১৯ জুলাই। পরদিন ২০ জুলাই, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে যাওয়ার ১০০ ঘন্টা ১২ মিনিট পরে কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং এবং লুনার মডিউল পাইলট বাজ অলড্রিন কলাম্বিয়া থেকে ঈগলে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পরই কলাম্বিয়া থেকে আনডকিং করে ঈগল। এবার তাদের গন্তব্য চাঁদের পৃষ্ঠ।

এক হিসেবে ঈগল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নভোযান। এটি ছিল ৬.৯ মিটার উঁচু আর ব্যাস ছিল ৬.৩ মিটার। প্রায় ১৬০০ কেজি ওজনের ও নভোযানের ওপর তলায় দুই অভিযাত্রীর থাকার জায়গা। নভোযানটি এমনভাবে বানানো হয়েছিল, যাতে মহাকাশের তাপমাত্রার চরম তারতম্যেও এর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে না পারে এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনাতেও যাতে অকেজো হয়ে না পড়ে।

চাঁদের কক্ষপথ থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে বেশ মসৃণ গতিতে তারা চাঁদের মাটির দিকে নামতে থাকেন। আগের অভিযানে অবতরণ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল-সি অব ট্রাংকুইলিটি। সহজ বাংলায় প্রশান্তি সাগর। ঈগলের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন অলড্রিন। অন্যদিকে নীলের নজর তখন চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে, সুবিধাজনক অবতরণ স্থানের খোঁজ করছেন তিনি। চাঁদের অভিকর্ষের টানে ক্রমেই নিচে নামছে ঈগল। চন্দ্রপৃষ্ঠে নামতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। এমন সময় একটা বিপদসংকেত বেজে ওঠল চন্দ্রভেলায়। নভোযানের কম্পিউটারে ইরর দেখাল, যার কোড ১২০২। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ঈগলের দূরত্ব তখন মাত্র ৯ হাজার মিটার। কিন্তু নীল আর্মস্ট্রং কিংবা বাজ অলড্রিনও বুঝতে পারলেন না সেটা কিসের সংকেত। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের গ্রাউন্ড কন্টোলও বুঝতে পারল না সেটি। শেষপর্যন্ত চাঁদের এতো কাছে এসে কি তাদের ফিরে যেতে হবে নাকি? একদম শেষ সময়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আরেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ঠিক সেসময় মিশন কন্টোল তাদের ম্যানুয়ালে আতিপাতি করে ১২০২ এরর কোডের মানে খুঁজে চলেছে। এর মধ্যেই দ্বিতীয় আরেকটি বিপদ সংকেত বেজে উঠল ঈগলে। মিশন কন্টোলের তখন তীব্র উত্তেজনায় মাথার চুল ছেড়ার যোগার। কিন্তু কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ঈগলের দুই অভিযাত্রীর মাথায় তখন অন্য চিন্তা। গোটা পৃথিবী এখন তাদের দিকেই চেয়ে আছে। তারা যেনো নীরবে বলে যাচ্ছে, যেকোন মূল্যেই হোক চাঁদের মাটিতে নেমে মিশন শেষ করতে হবে। মিশন কন্টোল থেকেও এ সময় আগের প্ল্যানমত অভিযান শেষ করার নির্দেশ এলো।

ঈগলের সারি সারি কন্টোল প্যানেলের দিকে অলড্রিন যখন বোঝার চেষ্টা করছেন, বিপদসংকেতটা কম্পিউটার সফটওয়্যারের কোন ত্রুটি কিনা, তখন নীল আর্মস্ট্রং পড়েছেন আরেক বিপদে। বিপদসংকেত নিয়ে ব্যস্ততার তাদের নির্ধারিত অবতরণ স্থান পেরিয়ে গেছেন তারা। নিচে এখন যে জায়গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নামলে চাঁদের মাটিতে ঈগল স্রেফ আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাতে চাঁদের বুকে স্রেফ ছাতু হয়ে যাবেন তারা দু'জন।

ওদিকে ফুয়েল ইন্ডিকেটরে দেখা যাচ্ছে, চাঁদের মাটিতে নামার জন্য ঈগলের জ্বালানি ট্যাংকে আর মাত্র এক মিনিটের জ্বালানি রয়েছে। এর মধ্যেই তাদের সেখানে নামতে হবে, নয়ত ফিরে যেতে হবে। অবশ্য চাঁদের এতো কাছে এসে ফিরে যাওয়াটাও চাট্টিখানি কথা নয়। সেখানেও বিপদ ঘটতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠ আর ঈগলের মাঝখানের দূরত্ব তখন মাত্র ১০০ মিটার বাকি। ঠিক এসময় নীল আর্মস্ট্রং ঈগলের জানালা দিয়ে অবতরণের জন্য একটি জায়গা তড়িঘড়ি করে ঠিক করে ফেললেন। নামার জন্য আর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জ্বালানি বাকী থাকতেই বাজ অলড্রিন চাঁদের ধুসর বুকে মোটামুটি মসৃণ ভূমিতে অবতরণ করতে শুরু করলেন। মাটির কাছে যেতে না যেতেই ঈগলের ইঞ্জিন থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসা গ্যাসের ধাক্কায় চারদিকে চাঁদের ধুলো ধুসরিত হয়ে উঠল।

শেষ কয়েক মিটার অবতরণে ঈগলে ভাগ্যে কী ঘটল সে বিষয়ে পুরোটাই অন্ধকারে রইলেন নীল আর বাজ। তার কি আদৌ চাঁদের মাটিতে নামতে পেরেছেন? চাঁদের মাটিতে ঈগলের পা যদি নিরাপদে অবতরণ করে তাহলে কন্টোল প্যানেলে নীলরঙা কন্ট্রাক্ট লাইট জ্বলার কথা। সেই আলো জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় রইলেন দুই অভিযাত্রী। কয়েক সেকেন্ডে সময়কেও তাদের কাছে অন্তকাল বলে মনে হল। অবশেষে, হ্যাঁ অবশেষে নীলরঙা আলো জ্বলে উঠল। মানে তিনপেয়ে ঈগল শেষপর্যন্ত চাঁদের মাটিতে নামতে পেরেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দুই অভিযাত্রী। শ্বাস নিতে পারল হিউস্টনের কন্টোল সেন্টারের কর্মীরাও। পারলেন না দুই অভিযাত্রী। তবে আধো ঘুম, আধো জাগরণে তারা ঈগলের দোতলায় বিশ্রাম নিলেন প্রায় ঘন্টা চারেক। অতপর ঘনিয়ে এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

আজকের দিনের সঙ্গে তুলনা করলে ১৯৬৯ সালের যোগাযোগের প্রযুক্তি ছিল অনেক অনেক গুণ পিছিয়ে। ফেসবুক, ইউটিউবে লাইভ দেখা, কিংবা ঘরে ঘরে টিভি সেটও ছিল না। একমাত্র সম্বল ছিল রেডিও। আর গুটিকয়েক মানুষের হাতে সেদিন ছিল টেলিভিশন। তাই অনেকেই সেদিন বসে ছিলেন রেডিওর সামনে। ধারা বিবরণী শুনছিলেন। কেউ কেউ দুরবীন

এক হিসেবে ঈগল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নভোযান। এটি ছিল ৬.৯ মিটার উঁচু আর ব্যাস ছিল ৬.৩ মিটার। প্রায় ১৬০০ কেজি ওজনের ও নভোযানের ওপর তলায় দুই অভিযাত্রীর থাকার জায়গা। নভোযানটি এমনভাবে বানানো হয়েছিল, যাতে মহাকাশের তাপমাত্রার চরম তারতম্যেও এর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে না পারে এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনাতেও যাতে অকেজো হয়ে না পড়ে।

বাংলাদেশ সময় তখন ২১ জুলাই, ১৯৬৯, রাত সোয়া দুইটা। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সময় তখনও ২০ জুলাই।

কিন্তু এখানেই পিছু ছাড়ল না বিপত্তি। তৃতীয়বার বিপদ দেখা দিল, যখন অবতরণের পর জ্বালানি লাইনে বরফ জমাট বেধে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্যা হল, এতে জ্বালানি লাইনে চাপ বাড়তে বাড়তে একসময় তা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে আর সত্যি সত্যিই যদি তাই ঘটে তাহলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হয়ত নীল আর বাজকে বাকি জীবন চাঁদের মাটিতেই কাটাতে হবে। কারণ তখন আর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ঈগল আর উৎক্ষেপণ করতে পারবে না। তবে অভিযাত্রীদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। লাইনটা ফেটে বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই তারা সেটা পরিস্কার করে ফেলতে পারলেন। এভাবে বার বার তিন বার বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন নীল আর বাজ।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, চাঁদে অবতরণের পর নীল আর বাজ কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নেবেন। তারপর নামবেন চাঁদের নির্জন সাদাকালো ভূমিতে। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টির এতো কাছে এসে চোখে কি আর ঘুম আসে? দুচোখের পাতা এক করতে তাক করে চাঁদের পৃষ্ঠে নভোচারীদের দেখার কৎসরৎ করছিলেন। কিন্তু এতো দূর থেকে তা তো সম্ভব নয়। পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ তখন হা করে টিভি সেটের সামনে বসে আছে। ঈগলের নিচের দিকে সেট করা একটি ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবিতে ঈগল থেকে বেরিয়ে আসার মই দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই দৃশ্যপটে আর্মস্ট্রংকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। সেই সঙ্গে অনেক পথ পেরিয়ে আসছে তার যান্ত্রিক কণ্ঠ। মই থেকে নামার প্রথম ধাপে পা রাখলেন নীল আর্মস্ট্রং। গোটা বিশ্ববাসী যেনো শ্বাস নিতে ভুলে গেল। একটি একটি করে ধাপ বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসতে লাগলেন নীল। নয়টি ধাপের মইয়ের শেষটিতে এসে কী ভেবে একটু থামলেন তিনি। একটু কি ভয় পেলেন? অজানা এক ভয় পাচ্ছিলেন সেদিন টিভি সেটের সামনে বসে থাকা দর্শকরাও। হাজার হোক পৃথিবীর বাইরের অচেনা-অজানা জায়গা বলে কথা। নিজের বাড়িতে বসে সেসময় অন্যদের সাথে গভীর আগ্রহ নিয়ে টিভির সামনে বসে ছেলের দুঃসাহসী চন্দ্রজয়ের দৃশ্য দেখছিলেন মা ভায়োলা আর্মস্ট্রং। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর ওয়াপাকোনেটায় এই বাড়িতেই শৈশব কেটেছিল নীল আর্মস্ট্রংয়ের। এই বাড়ি থেকেই রাতের আকাশে তাকিয়ে একসময় আকাশের ওড়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। ভায়োলা আর্মস্ট্রংয়ের একবার ভয় হল, চাঁদের মাটি হয়ত খুবই নরম। পনিরের মত। নীল ওখানে পা রাখতেই হয়ত চোখের পলকে মাটির গভীরে তলিয়ে যাবে। কিন্তু চাঁদের অভিকর্ষ বলের তারতম্যের কারণে নীলের ওজন তখন পৃথিবীর ওজনের (১৬৫ পাউন্ড) তুলনায় কমে গেছে ছয় ভাগ।

অবশ্য চাঁদের মাটিতে নেমে যদি সত্যিই কোন ভয়ংকর বিপদ ঘটে, তাহলে কী হবে? যদি আর্মস্ট্রংদের নভোযান পুরোপুরি বিকল হয়ে যায়? যদি তারা আর কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে আসতে না পারেন? অভিযানের অনেক আগেই ভেবে রেখেছিল নাসা এবং মার্কিন প্রশাসন। সম্ভাব্য সে বিপদের আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল তারা। কোন কারণ যদি ঈগল বিকল হয়ে যেত, তাহলে নীল আর বাজ তাদের পিঠের অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করে সর্বোচ্চ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারতেন। তারপরই ঘটত ধুকে ধুকে ঐতিহাসিক মৃত্যু। কারণ তাদের উদ্ধারেরও কোন আশা ছিল না। সেজন্য পৃথিবী থেকে খ্রিস্টধর্মমতে নীল আর বাজের মহাকাশীয় আন্ত্যস্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একজন পাদ্রীকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন টেলিভিশনে তাৎক্ষণিক জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য এক টিভিভাষণ রেকর্ড করে রেখেছিলেন। সম্প্রতি জানা গেছে ওই ভাষণে নিক্সন বলেছিলেন:

'শুভ সন্ধ্যা, আমার সাথী আমেরিকাবাসী। আজ রাতে সকল আমেরিকানদের জন্য এবং সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্য গভীর এক উদ্বেগের কথা বলতে চাই আমি। চাঁদে শান্তিপূর্ণ অনুসন্ধানে যাওয়া মানুষের ওপর দুর্ভাগ্য হস্তক্ষেপ করেছে। তারা এখন চাঁদের শান্তিতে বিশ্রাম নেবেন। নীল আর্মস্ট্রং এবং এডওয়ার্ড অলড্রিন নামের এই দুই সাহসী পুরুষ জানেন, তাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নেই। কিন্তু তারা এটাও জানেন, তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য এখনো আশা আছে।'

সৌভাগ্যই বলতে হবে, ভিডিওটি শেষপর্যন্ত টিভিতে সম্প্রচারের প্রয়োজন পড়েনি। ঈগলের মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে বেশ নিরাপদেই নামতে পারেন নীল। চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রেখে তিনি স্মরণীয় সেই উক্তিটি করলেন, 'দ্যাটস ওয়াস স্মল স্টেপ ফর (আ) ম্যান, ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড।' ব্যাস, চাঁদের বুকে পাউডারের মত মিহি ধুলোয় নিজের পায়ের ছাপ এঁকে দিলেন নীল। এর মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানুষ। অবশ্য চাঁদে নেমে আর্মস্ট্রং যে হঠাৎ করে উক্তিটি করেছেন ঘটনা কিন্তু তা নয়। আসলে এ সময় আর্মস্ট্রং কী বলবেন, কী করবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল নাসা। আবার তার বলা ওই উক্তি নিয়ে সেসময় কিছু বিতর্কেরও জন্ম হয়েছিল। একদল দাবি করেন, আর্মস্ট্রং 'আ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। তাতে উক্তিটির অর্থ পাল্টে যায়। অন্যদল বলেন, তিনি ঠিকই 'আ' উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু যান্ত্রিক কারণে তা শোনা যায়নি।

যাইহোক, নীল যখন চাঁদের বুকে নেমেছেন, তখন চাঁদের আকাশে সূর্য নিচের দিকে ঢলে পড়েছে। সেই রোদের পাঁচ ফুট ১১ ইঞ্চি নীলের ছায়ার দৈর্ঘ্য দীর্ঘায়িত দেখা গেল চাঁদের ধুসর মাটিতে। নিজের পাক্কা ৩৫ ফুট লম্বা ছায়া দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রায় ২০ মিনিট পর নীল আর্মস্ট্রংয়ের সাথে চন্দ্রপৃষ্ঠে যোগ দেন বাজ অলড্রিন। সেখানে নেমে চোখের সামনে মরুভূমির মত নির্জন, উষর চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখে তিনি বলে ওঠেন, 'চমৎকার দৃশ্য। অসাধারণ নির্জনতা।'

এ কথাটাও আগে থেকেই শেখানো-পড়ানো কিনা কে জানে। তবে চাঁদের নেমে কী করতে হবে, তা আগেই নির্ধারিত ছিল। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে কাজে নেমে পড়লেন নীল আর বাজ। প্রথমেই এদিক-ওদিক ঘুরে দেখেন তারা। কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি বসান চাঁদের মাটিতে। এর কারণে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিভুলভাবে নির্ণয় করা গিয়েছিল। চাঁদে মানুষের প্রথম পা রাখার ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে চন্দ্রপৃষ্টে একটি ধাতব ফলকও স্থাপন করেন নীল আর বাজ। ফলকটিতে খোদাই করে লেখা ছিল: 'জুলাই, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে, এখানে পৃথিবী থেকে মানুষ এসে প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলাম আমরা।'

এসব ছাড়াও চন্দ্র অভিযানে নিহত হতভাগ্য অভিযাত্রীদের স্মরণে চাঁদের মাটিতে রাখা হয় গ্রিসম, হোয়াইট, চ্যাফির ব্যবহৃত পোশাকের অংশ। আর ছিল দুটি মেডেল। মেডেল দুটি ছিল রুশ নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ও ভ্লাদিমির কোমারভের। এছাড়া রাখা হয় একটি সিলিকন ডিস্ক ও জলপাই গাছের ডাল। সিলিকন ডিস্কে খোদাই করে রাখা হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার, কেনেডি, জনসন এবং নিক্সনসহ বিশ্বের ৭৩টি দেশের রাষ্ট্রনেতার শুভেচ্ছা বার্তা। আর শান্তির প্রতীক হিসেবে রাখা হয়েছিল জলপাইয়ের ডাল। চাঁদকে এতোকিছু দেওয়ার পর আসে সেখান থেকে কিছু নেওয়ার পালা। হাতে তখন সময়ও বেশ কম। ক্রমেই ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই এবার চাঁদ থেকে স্মারক হিসেবে তড়িঘড়ি করে নীল বা বাজ তুলে নেন প্রায় ২৩ কিলোগ্রাম চাঁদের পাথর ও মাটি। সেগুলো ঠিকমত তালিকা করার সময় পাননি তারা। খরচের হিসেব করলে প্রতি গ্রাম চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহ করতে লেগেছিল মাত্র এক লাখ ডলার। *ক্রমশঃ*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

চিরন্তন ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জন্য খুবই গর্বিত ভারত : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি ও বারাণসী, ২৬ আগস্ট (হি.স.): চিরন্তন ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জন্য খুবই গর্বিত ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃতির একত্রিত হওয়ার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্কৃতিই আমাদের বিভিন্ন পটভূমি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম করে... ভারতে আমরা আমাদের চিরন্তন এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জন্য খুবই গর্বিত। এছাড়াও আমরা আমাদের অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেক মূল্য সংযুক্ত করি।' জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সংস্কৃতি মন্ত্রীদের বৈঠক শনিবার বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমরা আমার সংসদীয় এলাকা বারাণসীতে মিলিত হচ্ছি...কাশী শুধু বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত শহর নয়, এখান থেকে খুব দূরে নয় সারানাথ যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন...এটি সত্যিই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভারতের রাজধানী।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আগামী দিনে ভারত ১.৮ বিলিয়ন ডলারের প্রাথমিক ব্যয়-সহ ''প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা'' চালু করতে চলেছে, এটি ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের জন্য সমর্থনের একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করবে। এটি তাঁদের কারুশিল্পে উন্নতি করতে এবং ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে অবদান রাখতে সক্ষম করবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র পাথরে ঢালাই নয়, এটি ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং উৎসব যা প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করা হয়...আমরা বিশ্বাস করি যে ঐতিহ্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।'

মাদুরাইয়ে ট্রেনে আগুন লেগে প্রাণহানিতে ব্যথিত মমতা

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলায় ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাত্রী সুরক্ষায় রেলকে আরও বেশি সতর্ক হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স (টুইটার) মাধ্যমে শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'রেলে আরও একটি বিধ্বংসী ঘটনা, এবার মাদুরাই (তামিলনাড়ু)-এ একটি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ও ২০ জন গুরুতর জখম হয়েছেন! আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি, আশা করছি তদন্ত শীঘ্রই দায়িত্ব ঠিক করবে।'

এরপরই যাত্রী সুরক্ষায় রেলকে আরও বেশি সতর্ক হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, 'রেল কর্তৃপক্ষকে আমি কী মানুষের জীবন সম্পর্কে আরও সজাগ ও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানাতে পারি?' উল্লেখ্য, শনিবার ভোর ৫.১৫ মিনিট নাগাদ মাদুরাই রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের কামরায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে যায়। এই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০ জনেরও বেশি। দমকল ইতিমধ্যেই আগুন নিভিয়েছে। ওই কামরা ছাড়া বাকি কোনও কামরায় সে ভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে রেল সূত্রে খবর।

মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ করে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। আহতরা মাদুরাইয়ের সরকারি রাজাজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন শিবরাজ, মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ৩ বিজেপি বিধায়ক

ভোপাল, ২৬ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৩ জন বিজেপি বিধায়ক। রাজভবনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বালাঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর বিসেন, রেওয়ার বিধায়ক রাজেন্দ্র শুক্লা এবং খড়গাপুরের বিধায়ক রাহুল লোধিকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল মাঙ্গুভাই প্যাটেল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও।

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গৌরীশঙ্কর বিসেন বলেছেন, 'রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণই হবে আমাদের অগ্রাধিকার।' রাজেন্দ্র শুক্লা বলেছেন, 'সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যাতে মানুষের কাছে পৌঁছয় তা আমরা নিশ্চিত করব। দলের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণে সর্বাত্মক প্রয়াস রাখব।' রাহুল লোধি বলেছেন, 'দল আমাদের উপর যে আস্থা দেখিয়েছে তার জন্য বুন্দেলখণ্ডে যতটা সম্ভব করব। ভাল পারফর্ম করার জন্য দেড় মাস যথেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব... আমাদের অগ্রাধিকার হবে বুন্দেলখণ্ডকে শক্তিশালী করা এবং বুন্দেলখণ্ডের উন্নয়নের জন্য কাজ করা।'

বান্দিপোড়ায় পুলিশের জালে এক সন্ত্রাসবাদী, পিস্তল-সহ অপরাধমূলক সামগ্রী উদ্ধার

বান্দিপোড়া, ২৬ আগস্ট (হি.স) : জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ শনিবার বান্দিপোড়া জেলা থেকে এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করেছে। বান্দিপোড়া জেলার পেথপোরা এলাকা থেকে কুখ্যাত ওই সন্ত্রাসবাদীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জম্মু কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

শনিবার কাশ্মীর পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, কাশ্মীর পুলিশ ২৬ আসাম রাইফেল ও তিনজন সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়ন উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরায় একটি সন্ত্রাসী মডিউল ধ্বংস করেছে। সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত পরিকল্পনাকেও নষ্ট করতে সফল হয়েছে কাশ্মীর পুলিশ।

পুলিশ মুখপাত্র আরও জানান, ২৫ আগস্ট একজন সন্ত্রাসবাদীর গতিবিধি নিয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়, তারপরই গোপন সূত্রে একটি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পেঠকুট থানার দরদগুন্ড এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী একটি পোস্ট তৈরি করেছিল। নাকা চেকিং চলার সময় ওই সন্দেহজনক ব্যক্তি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দেখে পালানোর চেষ্টা করে। তারপরই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, আট রাউন্ড গুলি ও অন্যান্য অপরাধমূলক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম নেসবল সুম্বলের শাফায়াত জুবায়ের ঋষি। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত জানিয়েছে, সে পাজলপোড়া এলাকায় নিহত সন্ত্রাসী ও এরিয়া কমান্ডার ইউসুফ চৌপানের স্ত্রী মুনিরা বেগমের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল।

ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, চন্দ্রযান-৩ মিশনে ভূমিকার জন্য করলেন প্রশংসা

বেঙ্গালুরু, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান-৩ মিশনে ভূমিকার জন্য মহিলা বিজ্ঞানীদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'চন্দ্রযান-৩ মিশনে মহিলা বিজ্ঞানীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।'

২৩ আগস্ট, ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যায় ৬.০৪ মিনিট। এই মাহেন্দ্রক্ষণেই গত বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণমেরুতে নেমেছিল ইসরোর স্বপ্নযান চন্দ্রযান-৩। পেটে ছ'চাকার রোভার প্রজ্ঞানকে নিয়ে পাখির পালকের মতো ভাসতে ভাসতে চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের দক্ষিণমেরুতে ঘাঁটি গেড়ে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছে ভারত। এই সাফল্যে ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূমিকাও কম নয়। তাই শনিবার সকালে ইসরোর কার্যালয়ে গিয়ে মহিলাদের বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভারতে একটু কমে ৬০-এ পৌঁছল কোভিড-সংক্রমণ; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬৪ জন, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, মাঝেমধ্যে শুধু ওঠানামা করছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ জন।

শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৫০৩ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১, ৯২৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,৪৮৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৪, ৮৬৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৬, ৬৩১-তে পৌঁছেছে।

রাজস্থানে আগামী এক সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া

জয়পুর, ২৬ আগস্ট (হি.স) : আগামী এক সপ্তাহে রাজস্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রাজস্থানে বর্ষা প্রায় শেষের পথে। রাজস্থানের প্রায় ৮টি জেলায় বৃষ্টিপাত কমে গিয়েছিল। বর্ষার দ্বিতীয় পর্যায়েও এইসব জেলায় বর্ষার শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

রাজস্থানের বন্সওয়াড়া, বরান, বুন্দি, চিতোরগড়, দুঙ্গারপুর, ঝালাওয়ার, কোটা, প্রতাপগড়ে এখনও গড়ের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিতে সর্বাধিক ঘাটতি হয়েছে, বরানে ৩৯ শতাংশ এবং ডুঙ্গারপুরে ৩৩ শতাংশ।

রাজস্থানে আগামী এক সপ্তাহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা আবার ফিরে আসবে বলে মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। পশ্চিম রাজস্থানে, জুন-জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল, কিন্তু আগস্ট মাসে সেরকম বৃষ্টিপাত হয়নি। বারমের, বিকানের, চুরু, শ্রীগঙ্গানগর, হনুমানগড়, জালোরে খুব সামান্যই বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর আর এস শর্মা জানিয়েছেন, বর্ষার অক্ষরেখা হিমালয়ের দিকে সরে গেছে। রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে এখন বৃষ্টির গতি কমে গিয়েছে। আগামী এক সপ্তাহ পশ্চিম রাজস্থানে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাজস্থানে বর্ষা মৌসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পয়লা জুন থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজস্থানে ৪১৫.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

কেশিয়াড়িতে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি খুনে ধৃত দলেরই বহিষ্কৃত নেতা, দিঘা থেকে পাকড়াও অভিযুক্ত

কেশিয়াড়ি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়িতে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় ওরফে ঝাড়েশ্বর সাঁতরার খুনের ঘটনায় সদ্য বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ফটিক পাহাড়িকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের সিআইডি। ফটিক ছাড়াও আরও এক জন এই খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু ধরেই মোবাইল বন্ধ রেখে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ফটিক। শুক্রবার গভীর রাতে দিঘা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে খুন হন মৃত্যুঞ্জয়। কেশিয়াড়ির ডাডরা গ্রামের ওই বাসিন্দা দলীয় বৈঠকে যোগ দিতে নছিপুরে গিয়েছিলেন। রাতে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ভসরাঘাটে ঢোকার ঠিক আগে তাঁর উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। প্রথমে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তির ছোড়া হয়। পায়ে তির লাগায় বাইক থেকে পড়ে যান তৃণমূল নেতা। এর পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোপানো হয়। উপড়ে নেওয়া হয় চোখ। ওই খুনের পর রাস্তার এক ধারে দেহ ফেলে রেখে চলে যায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ওই সময় বিজেপির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনে তৃণমূল। পুলিশের হাত থেকে পরে ওই মামলার তদন্তভার নেয় সিআইডি। তার পরেই উঠে আসে ফটিকের নাম। অবশেষে সেই ফটিক গ্রেফতার হল।

৬০ বছরে যা হয়নি, তা প্রধানমন্ত্রী মোদী মাত্র ৮ বছরেই করে দেখিয়েছেন : অনুরাগ ঠাকুর

ভোপাল, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বিগত ৬০ বছরে যা হয়নি, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র ৮ বছরেই করে দেখিয়েছেন। বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'এই মহাকাশ সেক্টর আগে প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত গুগলের দিকে তাকাত না। গুগলের মতো কোম্পানি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতো।' শনিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এই বইটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ্য বক্তৃতার সংগ্রহের ওপর তৈরি হয়েছে।

এই বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'এই মহাকাশ সেক্টর আগে প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত গুগলের দিকে তাকাত না। গুগলের মতো কোম্পানি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতো।' মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে আমি যখনই দেশের বাইরে কোথাও যেতাম, ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নিরুৎসাহিত ছিল। আমরা কখনও বিশ্বে সম্মান পেতাম না। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।'

সেরার সেরা, আগামীকাল সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানের ১১৫ তম জন্মদিন

শান্তি রায় চৌধুরি

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আগামীকাল সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যানকে স্মরণ করার দিন। আগামীকাল তার ১১৫ তম জন্মদিন। জন্মগ্রহণ করেন ২৭শে আগস্ট ১৯০৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের কোটামুন্ড্রাতে। তার পুরো নাম ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান। তিনি সর্বকালের সেরা। সেরার সেরা। আজকে সেরার সেরা স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের জন্মদিনে তাকে নিয়ে আলোচনা করব। তবে সে আলোচনা তার কোন পরিসংখ্যান নিয়ে নয়। সে তো আমাদের সকলেরই জানা আছে। আজকে তার জন্মদিনে আলোচনা করব ডন ব্র্যাডম্যানের জানা অজানা সকল তথ্য নিয়ে।

চলুন দেখে নেয়া যাক সেই তথ্যগুলো:

১. ডন ব্র্যাডম্যান যখন স্কুলে পড়াশোনা করতেন তখন তার প্রিয় বিষয় ছিলো গণিত। কিন্তু তার গণিত প্রিয় হলেও তা নিয়ে আর পড়াশোনা করতে যাননি তিনি। ক্রিকেটকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

২. অস্ট্রেলিয়াতে প্রতিটি প্রদেশে যে ক্রিকেট বোর্ডের অফিস আছে তার পোষ্ট বক্সের নাম্বার ৯৯৯৪। এটি করা হয়েছে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের সম্মানে। কারণ তার ব্যাটিং গড় ৯৯.৯৪।

৩. নার্ভাস নাইনটিতে এসে আউট হয়ে যাওয়া ক্রিকেটে নতুন নয়। তবে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান কখনো নার্ভাস নাইনটিতে এসে আউট হননি।

৪. ডালিয়া ফুলের কথা সকলেই জানেন এই ফুলের বিশেষ জাতের নামকরণ করা হয়েছে ডন ব্র্যাডম্যানের নাম অনুসারে।

৫. স্যার ডন ব্র্যাডম্যান কখনোই কোনো ক্রিকেট একাডেমিতে গিয়ে অনুশীলন করেননি।

৬. ১৯৬০-১৯৭২ মোট ৮ বছর ডন ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন।

৭. ডন ব্র্যাডম্যান প্রথম খেলেন বোওরাল স্কুল দলের হয়ে। সেই ম্যাচে ডন ব্র্যাডম্যান ১১৫ রানের নজরকাড়া ইনিংস খেলেন।

৮. ডন ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেললেও তিনি খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন না। ইতালি থেকে প্রথম অস্ট্রেলিয়া আসা পরিবারদের মধ্যে ডন ব্র্যাডম্যানের পরিবার একটি। তাই তাকে ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত বলা যায়।

৯. ১৯৩১ সালে একটি টেস্ট ম্যাচে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান ১০০ রান করেন মাত্র ৩ ওভারে এবং সময় নেন মাত্র ১৮ মিনিট।

১০. ডন ব্র্যাডম্যানের আর এক প্রতিভা আছে ক্রিকেট ব্যতীত। আর তা হলো সঙ্গীতের। তিনি যদি ক্রিকেটার না হয়ে সঙ্গীতশিল্পী হতেন তাহলেও খারাপ করতেন না। ১৯৩০ সালে 'এভিরিডে আজ এ রেইনবো ডে পর মি '' নামে একটি গানের কম্পোজ করেন। আর পিয়ানোবাদক হিসেবে তার খ্যাতি আছে। তিনি পিয়ানোবাদক হিসেবে '' আওয়ার বাংলো অফ ড্রিমস '' ও অ্যান ওল্ড ফ্যাশন '' নামে দুইটি গান রয়েছে।

রোনালদোর হ্যাটট্রিক, আল নাসরের প্রথম জয় সৌদি প্রো লিগে

সৌদি আরব, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতলেও লিগের শুরুটা ভালো করতে পারেনি আল নাসরের। সৌদি প্রো লিগে প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে গেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল। একটিতেও গোল পাননি রোনালদো। তবে তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আল নাসর, সেইসঙ্গে রোনালদোও। আজ আল ফাতেহর বিপক্ষে যে ৫টি গোল হয়েছে তার তিনটিই করেছেন রোনালদো।অর্থাৎ হ্যাটট্রিক করেছেন রোনালদো। বাকি দুই গোল সাদিও মানের।

রোনালদোর ক্যারিয়ারের এটি ৬৩তম হ্যাটট্রিক। ৩ ম্যাচ শেষে ৩ পয়েন্ট নিয়ে আল নাসরের অবস্থান লিগের ১২ নম্বরে। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট করে তুলে এক ও দুইয়ে আছে আল ইত্তিহাদ ও আল আহলি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মহাকাশে কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে মহাকাশচারীদের?

মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। তবে সকলের স্বপ্ন সফল হয় কই? বুধবার চন্দ্রযান বিক্রমের সফল "সফ ল্যান্ডিং"-এর পর চাঁদে যাওয়ার বাসনা হয়তো অনেকের মনেই জেগেছে। স্পেসফ্লাইট কিন্তু মানুষের জন্য একটি কঠোর অভিজ্ঞতা। প্রথমত, মহাজাগতিক বিকিরণ রয়েছে, যা শরীরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং তার উপরে মাইক্রোগ্র্যাভিটি যা শরীর মধ্যস্থ তরল এবং রক্তচাপের উপর হস্তক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত।

এ ছাড়াও হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো এবং বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও সমাজ থেকে দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদ মন দুর্বল করে দেয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় ব্যাপক ভাবে। মহাকাশচারীদের এই ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য বছরের পর বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবুও মহাকাশে গিয়ে তাঁদের নানা শারীরিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। স্পেস হেলথ রিসার্চ অনুযায়ী দীর্ঘ দিন মহাকাশযাত্রা শরীরের প্রায় প্রতিটি তন্ত্র, শরীরের কার্ডিয়োভাসকুলার এবং মেটাবলিক সিস্টেম থেকে শুরু করে ইমিউন সিস্টেমের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ মিশনের সময় মহাকাশচারীরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তা হল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মহাকাশচারীরা মহাকাশে অনেক ক্ষেত্রেই ভাইরাল সংক্রমণে কাবু হন। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, সেই ভাইরাসগুলি কিন্তু তাঁরা পৃথিবী থেকেই নিজের শরীরে বহন করে নিয়ে যান। অনেক ক্ষেত্রেই মহাকাশচারীদের ত্বকে বিভিন্ন রকম সংক্রমণ শুরু হয়।

আমাদের শরীরে কোনও রকম ভাইরাল সংক্রমণ হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি সেই ভাইরাসের মোকাবিলা করে, এবং সময়ের সঙ্গে আমরা সুস্থ হয়ে উঠি। শরীরে ভিতর কিন্তু সেই সব ভাইরাসগুলি দীর্ঘ দিন লুকিয়ে থাকে। মহাকাশে গেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে সেই ভাইরাসগুলির আবার সক্রিয় হতে খুব বেশি সময় লাগে না। তবে ভাল বিষয় হল, পৃথিবীতে ফিরে আসার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তার পর ভাইরাল সংক্রমণগুলি কমতে শুরু করে।

চুলের হাজার সমস্যার সমাধান করতে পারে মেথি

বর্ষাকালে চুল পড়ার সমস্যা নতুন নয়। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে কমবেশি সকলেই এই সমস্যায় ভোগেন। বর্ষাকাল কাটতে না কাটতেই আবার পুজোর মরসুম এসে যায়। মাথার বেশির ভাগ চুল যদি ঝরে পড়ে যায়, তা হলে পুজোর দিনগুলিতে চাইলেও চুলে কায়দা করতে পারবেন না। অবশ্য চুলের সমস্যা তো একটা নয়। চুল বড় না হওয়া, খুশকি, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া এমন হাজার সমস্যা রয়েছে চুল নিয়ে। এত সব সমস্যা মেটাতে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ না করে ভরসা রাখতে পারেন মেথির উপর। ভিটামিন এ, বি, সি, কে, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, ফলিক অ্যাসিড, স্যাপোনিন্স এবং ফ্ল্যাভনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ মেথি চুলের কোন কোন উপকারে লাগে?

১) চুল পড়া কমায়

ত্বকের মতো চুল ভাল রাখতে গেলেও মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মেথির মধ্যে রয়েছে লেসিথিন নামক একটি উপাদান, যা চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কমায়।

২) খুশকি দূর করে

মেথির মধ্যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান রয়েছে। যা খুশকির হাত থেকে চুলকে রক্ষা করে। মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে চুলকানি বা র‍্যাশের সমস্যা হলেও তা কমিয়ে দিতে পারে মেথি।

৩) সংক্রমণ রোধ করে

মেথি প্রদাহনাশ করতেও সাহায্য করে। চুলের গোড়ায় সংক্রমণ এবং সেখান থেকে কোনও প্রকার প্রদাহ হলে ব্যথা অনুভব করেন অনেকেই। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে মেথি। চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন মেথি?

১) মেথির তেল

১ কাপ নারকেল তেলে ১ টেবিল চামচ মেথি দানা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। মেথির রং লালচে হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা করে ছেঁকে কাচের শিশিতে ভরে রাখুন মেথির তেল। সপ্তাহে তিন দিন মাথায় লাগান এই তেল।

২) মেথি দিয়ে তৈরি মাস্ক

আগের রাতে ১-২ টেবিল চামচ মেথি জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। এর সঙ্গে মেশাতে পারেন ১ টেবিল চামচ লেবুর রস। ভাল করে মিশিয়ে মাথায় মেখে রাখুন। আধ ঘণ্টা পর হালকা গরম জল দিয়ে শ্যাম্পু করে নিন।

৩) মেথি ভেজানো জল

২-৩ টেবিল চামচ মেথি দানা ১ লিটার জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন চুলে শ্যাম্পু করার পর, মেথি ভেজানো জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুলের জন্য এই টোটকা করলে কন্ডিশনার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না।

কিডনির রোগে আক্রান্ত হতে পারে খুদেরাও

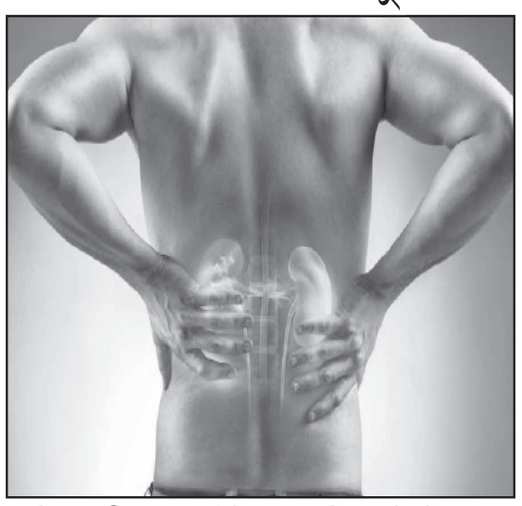

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, কাজের চাপ, জীবনের নানা ব্যস্ততা, অনিয়ম আর অবহেলার প্রভাব পড়ে শরীরের উপর। দীর্ঘ দিনের অনিয়মের হাত ধরে শরীরে বাসা বাঁধে নানা ক্রনিক অসুখ। কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে তা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। অনেক ক্ষেত্রে একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। ফলে ক্ষতিকর আঁচ বাইরে থেকে পাওয়া যায় না।

যে কোনও বয়সে মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে কিডনির রোগ বাসা বাঁধতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালির সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি, সে কারণে কিডনিতে পাথর জমার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। এ ছাড়া, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবিটিস এবং প্রিক্ল্যাম্পসিয়া হওয়ার ঝুঁকিও থাকে, যা কিডনির সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে আবার কিডনিতে ক্যানসার বাসা বাঁধার ঝুঁকি বেশি। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত, পিঠে ব্যথা, হঠাতওজন ঝরে যাওয়ার মমতো উপসর্গ দেখলে কিডনির ক্যানসারের বিষয় সতর্ক হোন। আধুনিক জীবনে কিডনির রোগে কাবু হচ্ছে ছোটরাও। ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। জেনে নিন কিডনি ভাল রাখতে রোজের অভ্যাসে কী কী বদল আনা জরুরি? ১) শরীরে জলের ঘাটতি হলেই কিন্তু বিপদ। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিতে জলই সাহায্য করে। তাই জলের জোগান কিডনি যত পাবে, তার শারীরবৃত্তীয় কাজে তত সুবিধা হবে। জলের অভাব হলে কিডনিতে সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ে। ২) কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। অনেকেই অভ্যাসবশত প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। দিনের পর দিন এই অভ্যাস কিন্তু বিপদ ডেকে আনে। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই বিকল হয় কিডনি। দীর্ঘ সময় ধরে টক্সিন ধরে রাখায় কিডনিতে সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কাও বাড়ে। ৩) ডায়াবেটিকদের কিডনির অসুখের ঝুঁকি বেশি। তাই কিডনির হাল ভাল রাখতে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। এর জন্য ডায়েটে নজর দিন, হাঁটাহাঁটি করুন, শরীরচর্চায় মন দিন। ৪) সামান্য মাথাব্যথা হোক কিংবা পেটে ব্যথা মুঠো মুঠো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে অনেকেরই। অতিরিক্ত বেদনানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

খিদে পেলেই দু-একটা আখরোট খাচ্ছেন শরীরের উপকার হচ্ছে না কি ক্ষতি

অন্য বাদামের চেয়ে কোনও অংশে নয় আখরোটের। এতে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। রয়েছে প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়ামের মতো আরও নানা খনিজ পদার্থ। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টও রয়েছে ভরপুর মাত্রায়। অর্থাত আখরোট খেলে শরীরে নানা ধরনের উপাদান যায়।

আখরোট দিয়ে তৈরি কেক, মাফিন, ব্রাউনি খেতে অনেকেই ভালবাসেন। তবে রোজের ডায়েটে কেন আখরোট রাখা জরুরি, সে খবর রাখেন কি? চিকিতকরা বলেন, ক্যানসার থেকে হার্টের অসুখ, সবই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে আখরোট। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতেও জুড়ি মেলা ভার এই বাদামের। জেনে নিন কেন পুষ্টিবিদেরা নিয়ম করে আখরোট খাওয়ার পরামর্শ দেন।

১) হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে: আখরোটে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ভরপুর মাত্রায় থাকে। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এই ফ্যাটি অ্যাসিড দারুণ কাজ করে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকলে রক্তচাপও বাগে রাখা সম্ভব, ফলে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমবে।

২) মস্তিষ্ক সচল রাখে: ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার ফলে আখরোট মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। নিয়ম করে আখরোট খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমে।

৩) হজমশক্তি বাড়ায়: আখরোটে ফাইবারও থাকে ভাল মাত্রায়। ডায়েটে ফাইবার রাখলে হজম ক্ষমতা বাড়ে। পাকস্থলীতে হজমে সাহায্যকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলি তৈরি হয়। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি পেট ভাল রাখে, পেটের সংক্রমণ দূর করতেও সাহায্য করে।

৪) ক্যানসার প্রতিরোধে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আখরোটে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ও অন্যান্য কিছু রাসায়নিক থাকে, যা ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে। বিশেষ কয়েক প্রকার ক্যানসার ঠেকিয়ে রাখতে আখরোট দারুণ উপকারী।

৫) শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে: ওমেগা ৩-ফ্যাটি অ্যাসিড ও আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ আখরোট। এ ছাড়াও আখরোটে উচ্চ মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস থাকে। পুরুষদের বন্ধ্যত্বের সমস্যা হ্রাস করতে এই সব উপাদন বেশ উপকারী। বেশ কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে আখরোট।

ডায়েট শুরুর আগে সাবধান হোন

দুর্গাপুজো আসতে আর মাত্র মাস দুয়েক বাকি। বছরের আর পাঁচটা সময়ের থেকে এই সময় জিমগুলিতে ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। অল্প সময়ে ওজন ঝরিয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। আর যাঁরা জিমে যান না, তাঁরা বাড়িতেই শুরু করেছেন কড়া ডায়েট। পুষ্টিবিদের পরামর্শ ছাড়াই কড়া ডায়েট আর শরীরচর্চা করে হঠাতএ মাসের মধ্যেই হয়তো অনেকটা ওজন এক বারে কমে গেল।

আপনার মনে হতে পারে যে বেশ ভালই হল। কিন্তু এমন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ওজন ঝরলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও। এক বারে অনেকটা ওজন ঝরালে বহু ক্ষেত্রেই শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। হঠাতএই ওজনের ঘাটতি নানা ধরনের অসুস্থতার কারণও হয়।

চটজলদি অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেললে কোন ধরনের সমস্যা বেশি দেখা দেয়? ১) দ্রুত ওজন কমে গেলে অনেক সময়ে ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ওঠা-নামা করতে পারে। তা থেকে লিভারে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) পুষ্টির অভাবও ঘটে। কারণ ওজন ঝরানোর সময়ে অনেকেই খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আনেন। এর জেরে শরীরের ক্যালোরির মাত্রা হঠাতঅনেকটা কমে যেতে পারে। যার কারণে অপুষ্টিতে ভুগতে পারেন। শরীরের উপর এই পরিবর্তনের ছাপ পড়তে পারে নানা ভাবে।

৩) লো-ক্যালোরি ডায়েট দীর্ঘ দিন মেনে চলার পর আপনার ওজন যদি ঝরতে শুরু করে তা হলে কিন্তু মেদ কমানোর সময়ে বহু ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ে পেশির উপর। ক্যালোরির পরিমাণ খুব কমে গেলে পেশির শক্তি কমতে পারে। যার ফলে পেশির ক্ষয়ও হয় অনেক সময়ে।

৪) লো-ক্যালোরি ডায়েট মেনে চললে তার প্রভাব পড়ে বিপাকহারের উপরেও। বিপাকহার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় কাজের উপরেও।

৫) অল্প সময় অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলার পর পিত্তথলি বা গলব্লাডারে পাথর জমার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। ডায়েটের ফলে অনেক সময় শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়। ডিহাইড্রেশনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমের মতো সমস্যা শুরু হয়।

ওজন ঝরানোর অন্যতম পদ্ধতি হল ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং

ওজন ঝরানোর অন্যতম জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি হল ''ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং''। অনেকেই ওজন ঝরাতে ভরসা রাখেন এই ধরনের ডায়েটের উপর। ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং যদি ঠিক ভাবে করা যায়, তা হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়। তবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং যে শুধু রোগা হতে সাহায্য করে, তা কিন্তু নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অ্যালঝাইমার্সের ঝুঁকিও কমায়। স্মৃতিশক্তি লোপ, ভাবনাচিন্তার অসুবিধা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার মতো কিছু সমস্যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যালঝাইমার্স বলে। বিশ্বজুড়েই ক্রমশ বাড়ছে এই রোগের প্রকোপ। এখনও পর্যন্ত অ্যালঝাইমার্স ঠেকানোর কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নতুন এই গবেষণা অবশ্য খানিক আশার আলো দেখাচ্ছে। "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং"-এর ক্ষেত্রে খাবারের ধরন নিয়ে তেমন কড়া বিধি-নিষেধ থাকে না। তাই তরুণ প্রজন্ম এই ডায়েটের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই ডায়েটে দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টার মধ্যেই শরীরের প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে নিতে হয়। আর বাকি সময়টা অর্থাত ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা উপোস করে কাটাতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার খেলে বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে ক্যালোরিও কম যায়। গবেষকরা জানাচ্ছেন, শরীর যদি এই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে ওজন ঝরার পাশাপাশি অ্যালঝাইমার্সের মস্তিষ্কজনিত রোগের আশঙ্কাও কমে যাবে।

অ্যালঝাইমার্স রোগের উৎস মস্তিষ্ক হলেও, এই রোগ ঠেকাতে দেহঘড়ি মেনে চলতে হবে। বিপাকহার, শক্তি, ঘুমের স্বাভাবিক চক্র, তা নির্ভর করে এই ঘড়ির উপর। এই ঘড়ি যদি ঠিক না থাকে, সে ক্ষেত্রে ওজন তো বাড়েই, একই সঙ্গে প্রভাব পড়ে স্নায়ুর উপরেও। দেহঘড়ির সময় মেনে যদি খাবার তালিকা প্রস্তুত করা যায়, সে ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করলেই যে অ্যালঝাইমার্সের ঝুঁকি এড়ানো যাবে, তা জোর দিয়ে এখনই বলতে চাইছেন না গবেষকরা। তাঁরা জানাচ্ছে, গবেষণাটি হয়েছে ইঁদুরের উপরে। কিন্তু যত ক্ষণ না মানুষের উপর গবেষণাটি করা হচ্ছে, তত ক্ষণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না।

গ্যাসের খরচ বাঁচাতে হলে বার্নার সাফ করুন ভিনিগার আর বেকিং সোডা দিয়ে

রান্না করার পর গ্যাস ঠিক ভাবে পরিষ্কার করছেন তো? কয়েক দিন অবহেলা করলেই কিন্তু তেলময়লা, কালি জমে গ্যাস নোংরা হয়ে যাবে। রান্না সারার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস অভেনটি শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নেওয়া জরুরি। গ্যাসের অভেন মোছাটা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু গ্যাসের বার্নার থেকে পোড়া খাবার, তেলচিটে দাগ তোলা বেশ ঝক্কির কাজ।

গ্যাসের আঁচ ঠিকঠাক না বেরোলে কিংবা আঁচ হলদেটে হয়ে গেলে বুঝতে হবে বার্নার পরিষ্কার করা জরুরি। নিয়মিত গ্যাস ব্যবহার করলে মাসে অন্তত এক বার বার্নার পরিষ্কার করতে হবে, না হলে কিন্তু গ্যাসের খরচ বাড়ে। জেনে নিন কী ভাবে কম সময়ে বেকিং পাউডার আর ভিনিগার দিয়েই বার্নারগুলি ঝকঝকে করবেন। বার্নারের ঢাকা কী ভাবে পরিষ্কার করবেন? প্রথমে বার্নারগুলি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এ বার একটি কাপড়ের সাহায্য বার্নারের ঢাকাগুলি খুলে নিন। একটি পাত্রে জল আর ভিনিগারের মিশ্রণ নিয়ে ঢাকাগুলি ডুবিয়ে রাখুন ৩০ মিনিটের জন্য। এ বার জল থেকে ঢাকাগুলি তুলে নিন জল ঝরিয়ে নিন। বেকিং পাউডারের মধ্যে সামান্য জল মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার সেই মিশ্রণ ব্রাশ দিয়ে বার্নারের ঢাকনার গায়ে ভাল করে মাখিয়ে আরও ৩০ মিনিট রেখে দিন। এ বার ব্রাশ দিয়ে ভাল করে ঘষে নিন। জল দিয়ে ধুয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিলেই ঝকঝকে হয়ে যাবে বার্নারের ঢাকনাগুলি। বার্নার কী ভাবে পরিষ্কার করবেন? একটি স্প্রে বোতলে জল আর ভিনিগারের মিশ্রণ নিয়ে বার্নারের উপর ভাল করে স্প্রে করে নিন।

স্বাদ বদল করতে নিরামিষ খিচুড়িতে দিন মাংসের টুইস্ট

বৃষ্টির নাম শুনলেই তো খিচুড়ির কথা মনে পড়ে। তবে বৃষ্টিতে নিরামিষ খিচুড়ি না খেয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন মুরগির মাংসের খিচুড়ি। কিন্তু কী ভাবে বানাবেন? চটজলদি মাংসের খিচুড়ি তৈরির রেসিপি রইল এখানে।

উপকরণ

মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম
গোবিন্দভোগ চাল: ১ কাপ
মুগডাল: ১ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
পেঁয়াজ বাটা: ১ টেবিল চামচ
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ২ টেবিল চামচ
টক দই: আধ কাপ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
চামচ ঘি: ৩ টেবিল চামচ
দারচিনি: ২টি
এলাচ: ৪ টি
লবঙ্গ: ৪টি
তেজপাতা: ২টি
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: সামান্য

প্রণালী ১) প্রথমে ডাল শুকনো খোলায় ভেজে নিন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে রাখুন।

২) মুরগির মাংস ধুয়ে টক দই, নুন, হলুদ, জিরে, ধনে, মাখিয়ে রাখুন।

৩) ওই তেলে ফোড়ন হিসাবে দিন গোটা গরম মশলা। এ বার পেঁয়াজ বাটা, রসুন-আদা বাটা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন।

৪) মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে সামান্য জল দিয়ে আধ সেদ্ধ মাংস সরিয়ে রাখুন।

৫) অন্য একটি কড়াইতে ঘি গরম করতে দিন। এর মধ্যে দিন তেজপাতা। কুচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিন।

৬) চাল-ডাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। সামান্য ভাজা হয়ে এলে জল দিয়ে ফুটতে দিন।

৭) খানিকটা সেদ্ধ হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিন কষিয়ে রাখা মুরগির মাংস।

৮) ভাল করে নাড়াচাড়া করে আরও কিছু ক্ষণ সেদ্ধ হতে দিন।

৯) উপর থেকে লঙ্কা এবং ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিজোরামের সাইরাঙে বিধ্বস্ত নির্মীয়মাণ রেলসেতু : আবারও কাঠগড়ায় নির্মাণ সংস্থা এবিসিআই

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামের সাইরাঙে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ে যে বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে তার জন্য আবারও কাঠগড়ায় এবিসিআই নির্মাণ সংস্থা। এত বড় দুর্ঘটনার পর উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ শাখার আধিকারিকদের মাথায় হাত। প্রশ্ন উঠছে, নির্মীয়মাণ রেল সেতু ভেঙে এত বড় বিপর্যয়ের জন্য কে দায়ী? অভিযোগের আঙুল এবারও নির্মাণ সংস্থা এবিসিআইর দিকে।

এই নির্মাণ সংস্থার নিম্নমানের কাজ এবং অনভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের গাফিলতির জন্য বড় বিপর্যয় ঘটে এতগুলি শ্রমিকের প্রাণ গেছে। এবিসিআই নির্মাণ সংস্থাকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। যেখানেই এই নির্মাণ সংস্থা কাজ করে, সেখানেই নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ যেন তাদের পিছু ছাড়তে চায় না। নির্মীয়মাণ এই রেল সেতু ভেঙে দুর্ঘটনার পর ফের বিতর্কের শিরোনামে সাইরাং রেল সেতু নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিলচরের এবিসিআই নির্মাণ সংস্থা।

এবিসিআই নির্মাণ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের গাফিলতির দরুনই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ব্রডগেজ রেলপথের নিউহাফলং স্টেশনের কাছে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ৯ নম্বর টানেল নির্মাণেও এবিসিআই-এর বিরুদ্ধে নিম্নমাণের কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষজ্ঞরা ওই টানেলের স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

মিজোরামের ভৈরবী-সাইরাং রেলপথের ১৯৬ নম্বর রেল সেতু নির্মাণ কাজে এবিসিআই কাজে হাত দেয় ২০১২ সালে। লামডিং ডিভিশন সূত্রে জানা গেছে, ওই রেল সেতুর কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আগামী দু-মাসের মধ্যে রেলপথটি খুলে দেওয়ার কথা ছিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ শুরু হয় এই রেল সেতুর। কিন্তু যে গতিতে কাজ হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। এ বছরই মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই সেতুর কাজ শেষ করে আগামী দু-মাসের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ওপেন লাইন শাখার হাতে হস্তান্তরের কথা ছিল।

সেতু বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইস্পাতের সাদা রেল গার্ডকে সঠিকভাবে পিলারের সঙ্গে জুড়ে দিতে একটি হলুদ গার্ড থাকে। সেই গার্ড নাকি খুব নড়বড়ে ছিল। যার জন্য মূল সেতু, যার ওজন ৮০০ টন তা হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে পড়ে যায়। শ্রমিকদের প্রত্যেকের শরীরে সেফটি বেল্ট লাগানো ছিল। কিন্তু ৮০০ টনের লোহার সেতুর ওজনের কাছে এই বেল্ট কাজ দেয়নি। যার দরুন এই বিপত্তি ঘটে রেল সেতুটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় ভৈরবী থেকে সাইরাং পর্য্যন্ত সংযোগকারী এই রেল সেতুর কাজ এখন শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে এটাই এখন বড় প্রশ্নচিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে রেলওয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে।

সাগরদ্বীপের বিপদ কাটাতে বৈঠক সেচমন্ত্রীর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট (হি স)। সাগরদ্বীপ নিয়ে নতুন করে মাস্টারপ্ল্যারন তৈরির কথা কয়েক বছর ধরেই ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর আশ্বাস মুখেই আটকে আছে। ফের সাগরদ্বীপ সঙ্কটে। মুস্কিল আসানের পথ খুঁজতে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক শনিবার স্থানীয় বিধায়ক ও প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন। থাকার কথা দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদেরও।

গত কয়েক বছর মুখ্যমন্ত্রী যতবার সাগরদ্বীপে গিয়ে সভা করেছেন, রঙিন নানা আশ্বাস দিরেছেন। কখনও সৈকতে কোটি কোটি গাছ লাগানোর, কখনও হাতানিয়া দোরানিয়া নদীর ওপর সেতু তৈরির, কখনও ভাঙন রোধ কিন্তু কাজের কাজ আর এগোয়নি। সম্প্রতি সাগরে ভাঙন শুরু হয়েছে কপিল মুনির আশ্রমের কাছে। মন্দির থেকে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই। যার জেরে, সাগরমেলার সময় যে অস্থায়ী পুলিশ ক্যা ম্প হয়, তা ওই এলাকা থেকে অন্যত্র সরানোর পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

এর মধ্যেই ভাঙন ঠেকাতে উদ্যোগ নিয়েছে সেচ দফতর। নেওয়া হচ্ছে মাস্টার প্ল্যা। গতবার মেলার আগেই কিছু বোল্ডার ফেলে সেই ভাঙন রোধের তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা করা হয়। তবে ভাঙন ঠেকাতে পাকাপাকি ব্যিবস্থা করতে চাইছে দফতর। এ নিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী।

সরকারের দাবি, ধীরে ধীরে সৈকতের উপর থেকে মেলার চাপ কমাতে আগে থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগে যে মন্দির ছিল, এমন ভাঙনেই তা বহু বছর আগে তলিয়ে যায়। নতুন করে এই মন্দির তৈরি করা হয়। তবে সাগরের চরিত্র অনুযায়ী মাঝেমাঝেই তার কিনারার নানা দিকে এমন ভাঙন-রোগ ধরে।

সূত্রের খবর, কোনওরকম অপ্রীতিকর অবস্থা ঠেকাতেই তৈরি করা হবে মাস্টারপ্ল্যান। গঙ্গাসাগর মেলার আগেই তা বাস্তবায়িত করা হবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, যেখানে এখন সাগরমেলা হয়, সেখানে ভার কমানো হবে। এ বছরই একেবারে তা করে ফেলা না হলেও ধীরে ধীরে একে একে মেলার ভার কমিয়ে মন্দির সংলগ্ন অন্য দিকে সাগরমেলা বসানোর পরামর্শ সরকারকে দিতে চায় দফতর।

জানা যাচ্ছে, সাগরের জল প্রতি বছর ৪ মিলিমিটার করে বাড়ছে। অন্য দিকে, সৈকতের বালির অংশ বসছে ৩ মিলিমিটার করে। মোট এই ৭ মিলিমিটার করে বছরে এলাকা বসে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি এখনই আশঙ্কার নয় বলে জানাচ্ছে দফতর। কিন্তু, যে অংশ বসে যাচ্ছে সৈকতের, সেখানেই মেলা হয়।

করিমগঞ্জের কাঁঠালতলিতে বাজেয়াপ্ত বহু লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি ও সেগুন কাঠ বোঝাই ট্রাক, ধৃত এক

বাজারিছড়া (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলিতে অভিযানে নেমে বহু লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি এবং একটি মিনিট্রাক বোঝাই সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সুপারি পাচারে জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের নির্দেশে শুক্রবার বিকালে অভিযানে নামেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, বাজারিছড়া থানার ওসি দীপক দাস ও নাগ্রা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এল ক্রো। এদিন সন্ধ্যারাতে পুলিশের দল কাঁঠালতলি এলাকার তিনটি বাড়িতে হানা দিয়ে একটি বাড়ি থেকে বার্মিজ সুপারি ও আরেকটি বাড়ি থেকে সেগুন কাঠ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, পুলিশের দল এদিন যথাক্রমে হারুন মিয়াঁ, ফয়জুর রহমান ও আরিফ উদ্দিনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। ফয়জুর রহমানের বাড়ি থেকে ১৭৮ বস্তায় প্রায় নয় টন বার্মিজ সুপারি উদ্ধার হয়। এগুলির কালোবাজারে মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মতো হবে বলে জানিয়েছেন এএসপি প্রতাপ দাস।

ওই অভিযানে হারুনকে পাকড়াও করা হলেও সে পুলিশের হাত ফসকে পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পরে আটক করা হয় ফয়জুর রহমানেরকে। এদিকে আরিফের বাড়িতে পুলিশি তদন্তে বার্মিজ সুপারি উদ্ধার না হলেও তার বাড়ি থেকে একটি বলেরো পিকআপ ভ্যানে প্রায় ১৫০ সিএফটি চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়। তবে গৃহকর্তা পালিয়ে যায়। পরে কাঠ বোঝাই বলেরোটি সমঝে দেওয়া হয় পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্টের চুড়াইবাড়ি বিট অফিসার সঞ্জয় আহিরের কাছে।

উত্তর প্রদেশের প্রতিটি জেলায় থাকবে সাইবার ক্রাইম স্টেশন, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ২৬ আগস্ট (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রতিটি জেলায় সাইবার ক্রাইম স্টেশন তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সাইবার ক্রাইম থানাগুলি বর্তমানে আঞ্চলিক স্তরে কাজ করছে। এখন ৭৫টি জেলায় ক্রাইম স্টেশনকে প্রসারিত করতে হবে। বর্তমানে জেলা পর্য্যায়ে কর্মরত সাইবার সেলকে এগিয়ে নিয়ে প্রতিটি থানায় সাইবার সেল গঠন করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ অনুসারে আগামী দুই মাসের মধ্যে রাজ্যের ৫৭টি নতুন সাইবার ক্রাইম স্টেশন তৈরি করা হবে। সেখানে সাইবার হেল্প ডেস্ক ছাড়াও প্রতিটি থানায় সাইবার সেলগুলিও কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে অপরাধের ধরণ বদলে গিয়েছে। এখন অনলাইনে কাস্টমার কেয়ার জালিয়াতি, পেনশন জালিয়াতি, ইলেকট্রিসিটি বিল জালিয়াতি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম জালিয়াতি, সেক্সটরসন জালিয়াতি, লোন অ্যাপ জালিয়াতি, পার্সেল জালিয়াতি, ফ্র্যাঞ্চাইজি জালিয়াতি, জাল বেটিং অ্যাপ, ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতি, পঞ্জি স্কিম জালিয়াতির ঘটনা সামনে আসছে। সাধারণ মানুষ এরফলে সরাসরি শিকার হচ্ছেন। এটি এড়াতে আমাদের প্রতিটি স্তরে সতর্ক থাকতে হবে। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলেন যোগী।

সাইবার অপরাধের তদন্তের জন্য পুলিশ বাহিনীর যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও শনিবার তুলে ধরেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতি জেলা থেকে ৫ জন পুলিশ অফিসারকে রাজ্য স্তরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

উত্তরাখণ্ডে বর্ষার প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে, ২৮ আগস্ট পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা

দেহরাদূন, ২৬ আগস্ট (হি.স) : উত্তরাখণ্ডে বর্ষার দাপট কমতে শুরু করেছে। উত্তরাখণ্ডের কিছু কিছু স্থানে ২৮ আগস্ট পর্য্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টিপাত থামলে চারধাম যাত্রা সহ অন্যান্য স্থানে ভ্রমণে কোনও অসুবিধা থাকবে না। এখনও পর্য্যন্ত রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ ২টি জাতীয় মহাসড়কসহ মোট ১৫৮টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে।

শনিবার সকালে দেহরাদুন সহ বাকি রাজ্যে রোদ উঠেছিল, যদিও আকাশে মেঘ আছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২৮ আগস্ট উধম সিং নগর এবং হরিদ্বার ছাড়া বাকি ১১টি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৭ আগস্ট সমগ্র উত্তরাখণ্ডের সমস্ত জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে জুলাই মাসে ৫৫২.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩২ শতাংশ বেশি। যেখানে ২৫ আগস্ট পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৩৪২ দশমিক ৩ মিলিমিটার। দেহরাদূনের আবহাওয়া দফতরের পরিচালক বিক্রম সিং জানান, বর্ষার সময় ভারী বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ, পশ্চিমী ধকল এবং মৌসুমী প্রণালীর সক্রিয় প্রভাব।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৮ থেকে ১০দিন বৃষ্টিপাত কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষ করে কুমায়ুন অঞ্চলের জেলাগুলিতে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে এবং রোদও বের হবে।

সীমান্ত জেলা পিথোরাগড়েও এখনও ৫টি সীমান্ত পথ বন্ধ রয়েছে। বন্ধ থাকা রুটগুলো খোলার কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে।

আরপিএফের হানায় উদ্ধার রেলের লক্ষ লক্ষ টাকার চোরাই সামগ্রী, গ্রেফতার ৩

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। গুদামের ভেতর রেলের চোরাই যন্ত্রাংশ। শুক্রবার রাতে বর্ধমানের পিরবাহারাম এলাকায় সেখানে হানা দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার রেলের চোরাই যন্ত্রাংশ উদ্ধার করল আরপিএফ। চোরাই মালের দুই মজুতদার বলে অভিযুক্ত শেখ সমীর ও শেখ আমির পলাতক।

জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ তিন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ। অভিযোগ, চোরাই মাল আনা-নেওয়া করত এরা। বিভিন্ন ইয়ার্ড, রেল এলাকায় রাখা রেলের যন্ত্রাংশ, ফিস প্লেট, লাইন, নাট সহ নানা চুরির সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে।

রেলের সামগ্রী চুরি যাওয়ায় বহু সময় ট্রেন সময়মত ইয়ার্ড থেকে বেরোতে পারে না। বিশেষ করে মালগাড়ি। দুষ্কৃতীদের চুরি করা যন্ত্রাংশ কম দামে কিনে নেয় মজুতদাররা। এরপর চড়া দরে বিক্রি করে। রেল কর্মীদের একাংশ চুরির সঙ্গে জড়িত থাকে বলে অভিযোগ।

এক্ষেত্রে তেমন কিছু আছে কি না তা আরপিএফ তদন্ত করে দেখছে। শুক্রবার গুদামটি ঘিরে ফেলে আরপিএফ। দু'জন মালিকের কেউই উপস্থিত ছিল না। তিন জনকে গুদামের ভিতরে পায় আরপিএফ। অভিযোগ, এরা চোরাই মাল এনে এখানে বিক্রি করে।

তাদের গ্রেফতার করার পর মালিকের সন্ধানে তাদের বাড়িতে হানা দিয়েও আরপিএফ ধরতে পারেনি। একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে আরপিএফ তল্লাশি চালায়। পূর্ব রেলের আরপিএফের আইজি পরমশিব জানান, রেলের যন্ত্রাংশ ও সামগ্রী চুরি নিয়ন্ত্রণে কড়া আইন রয়েছে। আরপিএফ সেই আইনে গ্রেফতার করে অপরাধীদের চালান করেছে। উদ্ধার হওয়া মালের আনুমানিক দাম দেড় লক্ষ টাকা।

ডোমকলে রাজ্য সড়কের ধার থেকে ৩ যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি স)। শনিবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মেহেদিপাড়া মোড়ের কাছে রাজ্য সড়কের ধার থেকে তিন যুবকের মৃতদেহ ও একটি মোটরবাইক উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর-করিমপুর রাজ্য সড়কে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মোটরবাইক দুর্ঘটনাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কখন ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা কেউ জানতে পারেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম শরীফুল শেখ (২২), সেন্টু মণ্ডল (৩১) ও মুস্তাহীদ মণ্ডল ওরফে রাজীব (২২)। তাঁদের বাড়ি জলঙ্গির ঝাউদিয়া গ্রামে।

একই মোটরসাইকেলে চড়ে ওই ৩ যুবক ডোমকল থেকে জলঙ্গির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় রাস্তার বাঁকের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি খেজুর গাছে ধাক্কা মেরে নিচে জঙ্গলের মধ্যে গর্তে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, ওই দুর্ঘটনা শুক্রবার রাতের দিকে ঘটেছে। ডোমকল পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর নুরাবুল ইসলাম জানান, মনে হচ্ছে বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর জন্য ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কখন ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে কেউ জানে না। স্থানীয় সুখচাঁদ হোসেন মণ্ডল জানান, কখন দুর্ঘটনা ঘটেছে কেউ জানে না। সারারাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম ছিল। শনিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কিছু মানুষ রাস্তার ধারে দু'জন যুবককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, তারা চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসেন। তাঁরা দুর্ঘটনাস্থল লক্ষ্য করে দেখেন নিচে গর্তে জঙ্গলের মধ্যে মোটরবাইক পড়ে আছে। পাশে আরও একজনের মৃতদেহ।

দ্রুত স্থানীয়রা ওই মৃতদেহ ও বাইকটি উদ্ধার করেন। বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পদস্থ আধিকারিক। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মৃতদেহ উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসক দেখে তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত ঘোষণা করেন।

এদিকে, ঝাউদিয়া গ্রামের বজলুর রহমান বলেন, "ওই তিন বন্ধু শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ডোমকলে গিয়েছিল কেরল যাওয়ার টিকিট কাটতে। সেখান থেকে ফেরার পথে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কখন ঘটেছে জানতে পারিনি। জানতে পারলে হয়তো উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেঁচেও যেতে পারতো কেউ।"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ডোমকল-করিমপুর রাস্তাটি নতুনভাবে নির্মাণের কাজ চলছে। ফলে ওই বাঁকের কাছে কোনও ক্রাশ ব্যারিয়ার নেই। থাকলে হয়তো ওই মৃত্যু আটকানো যেত।

দিল্লিতে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিমানবন্দরে জমকালো স্বাগত বিজেপি নেতৃবৃন্দের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রীস সফর শেষে দিল্লির পরিবর্তে বেঙ্গালুরুতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সফলতায় ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। বেঙ্গালুরু থেকে শনিবার দুপুরেই দিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জমকালো স্বাগত জানায় বিজেপি নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর-সহ বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

বিমানবন্দরের কাছেই এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'যে স্থানে চন্দ্রযান-৩ অবতরণ করেছে, সেই বিন্দুর নাম দেওয়া হয়েছে "শিবশক্তি"। চন্দ্রযান-৩ পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে 'তিরাঙ্গা"।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, ব্রিকস-এর সময় চন্দ্রযান-৩-এর জন্য অনেক অভিনন্দন বার্তা পেয়েছি। গোটা বিশ্ব অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছে।'

৬ বছর পর পাহাড় বন্ধে বিপাকে পর্যটকরা

শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট (হি স)। মাটিগাড়ায় ছাত্রী খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত পাহাড়। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ২৪ ঘন্টা পাহাড় বন্ধের ডাক গোর্খা সেবা সেনার। তাদের ডাকা বন্ধকে সমর্থন জানিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, হামরো পার্টি-সহ বিজেপি।

সোমবার রাতে স্কুলের পোষাকপড়া এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়। জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাড়ি থাপড়াইল এলাকায়। স্কুল ছুটির পর হাঁটা পথেই ওই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেছিল নাবালিকা। সঙ্গে ছিল অভিযুক্ত যুবক।

পুলিশে অনুমান, কোনওভাবে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা ঘরে নাবালিকাকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপরই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। নাবালিকা বাধা দেওয়ায় রাগের মাথায় ঘরে পড়ে থাকা ইট দিয়ে নাবালিকার মাথা থেঁতলে দেয় অভিযুক্ত। এরপর ৬ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ধরা পড়ে লেনিন কলোনির বাসিন্দা অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাস। তা নিয়েই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

একদিকে বৃষ্টি আবার তার উপর বন্ধ দু'য়ে মিলে কার্যত শুনশান পাহাড়। তার ফলে বিপাকে পর্যটকরা।

দেশের গোপন নথি পাচারের অভিযোগ, কলকাতা থেকে গ্রেফতার যুবক

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। ভারতে থেকে পাকিস্তানে বসবাস করা এক মহিলাকে ভারতের বিভিন্ন শহরের ছবি ও ভিডিয়োগ্রাফি পাঠানোর অভিযোগে বিহার থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ । দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য পাক গুপ্তচরদের পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই যুবককে।

সূত্রের খবর, ধৃতের নাম ভক্ত বংশী ঝা। তিনি বিহারের দারভাঙ্গার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে (মতান্তরে শনিবার সকালে) কলকাতা পুলিশের এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স) দল তাঁকে গ্রেফতার করে। এসটিএফের দায়িত্ব থাকা এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'যেহেতু এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়, ফলে ওই মহিলার মান ও পরিচয় এই মুহূর্তে আমরা প্রকাশ করছি না। কিন্তু ওই মহিলা সরাসরিভাবে পাকিস্তানে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর সঙ্গে যুক্ত ।'

অভিযোগ, দেশের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অভিযুক্ত। দিল্লির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার তথ্য তিনি পাকিস্তানি গুপ্তচরদের কাছে পাঠাচ্ছিলেন বলেও অভিযোগ ধৃতের বিরুদ্ধে।

এসটিএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত বংশী গত তিন মাস ধরে কলকাতায় বাস করছিলেন। সম্প্রতি তাঁর কলকাতার আস্তানা সম্পর্কে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। তার ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, ধৃত ওই ব্যক্তির ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড।

উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন ট্রান্সমিটার, বেশ কয়েকটি ডাইরি, একাধিক মোবাইল ফোনের সিম এবং মোবাইল ফোন।

ওই ব্যক্তি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন কি না, বা ওই পাকিস্তানি মহিলা ভারতে এসেছিলেন কি না, তা ইতিমধ্যেই খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে ।

লালবাজার সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূণ শহর তথা মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা-সহ একাধিক শহরে ঘুরে বেড়াত। এর আগে অভিযুক্ত দিল্লির এক কুরিয়ার সার্ভিসে কাজ করছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাঁর ফোন থেকে বেশ কয়েকটি ছবি, ভিডিয়ো, অনলাইন চ্যাট-সহ বেশ কিছু গোপন তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে পুলিশের। পুলিশের অনুমান, এই তথ্যই হয়তো তিনি প্রতিবেশী দেশের চরদের পাঠাচ্ছিলেন।

হরিয়ানার নুহ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

চণ্ডীগড়, ২৬ আগস্ট (হি.স) : হরিয়ানার নুহ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রেখেছে হরিয়ানা সরকার। জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে, প্রাণহানি ও সংঘর্ষ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

হরিয়ানার নুহ জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি শোভাযাত্রা ২৮ আগস্ট হওয়ার কথা। সেই শোভাযাত্রা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তাই হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে হরিয়ানার নুহ জেলায় সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

হরিয়ানার নুহতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রায় যাতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে তাই মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা এবং বাল্ক এসএমএস পরিষেবা দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। আদেশটি শনিবার দুপুর ১২টা থেকে কার্যকর হবে এবং ২৮ আগস্ট পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলা প্রশাসন নিরাপত্তার স্বার্থে ২৮ আগস্ট নুহতে ব্রিজ মন্ডল জল অভিষেক যাত্রা বার করার অনুমতিও বাতিল করে দিয়েছে। হরিয়ানার স্বরাষ্ট্র বিভাগ জানিয়েছে, তারা নুহ জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা, বাল্ক এসএমএস এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুল তথ্য এবং গুজব ছড়ানো বন্ধ করার জন্য সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত রেখেছে।

পুঞ্চ জেলায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী

পুঞ্চ, ২৬ আগস্ট (হি.স) : জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় তল্লাশি অভিযান জোরকদমে শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে কিছু ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে এই অভিযান শুরু হয়েছে।

জম্মু বিভাগের পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একটি বনাঞ্চলে শনিবার নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকজনের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করার পরে একটি তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ বুফলাইজ সেক্টরের চামারের এবং গাংনা টপে সেনাবাহিনী ও পুলিশের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। আরও জানা গিয়েছে, কর্মকর্তারা কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে নিরাপত্তা বাহিনীরচামরের বনাঞ্চলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে কিন্তু অন্য দিক থেকে কোনও প্রতিশোধমূলক গুলি ছোঁড়া হয়নি। তল্লাশি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তিন পরিযায়ী শ্রমিকের

মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি স)। ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল পশ্চিমবঙ্গের তিনজন বাসিন্দাকে। তাঁরা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এবং ফরাক্কার বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়।মৃতদের নাম - গোকুল মণ্ডল (৪৪), শুভঙ্কর রায় (৩১) ও ইসরাইল শেখ (৩৩)। মৃতদের মধ্যে গোকুল মণ্ডলের বাড়ি সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পৌরসভা এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাহাড়ঘাঁটিতে। শুভঙ্করের বাড়ি ধুলিয়ানের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতবোনা গ্রামে ইসরাইল ফরাক্কা থানার ইমামনগরের বাসিন্দা স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করার জন্য তাঁরা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে যান। সেখানে কাজ করতে যাবেন বলে তাঁরা দাদনে টাকাও নিয়েছিলেন। নিত্যদিনের মতো শুক্রবারও রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তাঁরা। সেই সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই তিন শ্রমিক তড়িঘড়ি তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। গাজিয়াবাদে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে সামশেরগঞ্জের পাহাড়ঘাঁটি এলাকার শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর আসতেই শোকস্তব্ধ তিনটি পরিবার।

দুর্নীতির অভিযোগে সোনারপুরে পথ অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট (হি স)। এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের সমবায় সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ। শনিবার সোনারপুরের লাঙলবেড়িয়া অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডে অন্তত ১০ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। কামালগাজি-বারুইপুর বাইপাস অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, "কয়েক হাজার গ্রাহকের কোটি কোটি টাকা লুট হয়ে গিয়েছে।"তাঁদের এ-ও অভিযোগ, এ নিয়ে একাধিক বার অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। গত ছ'মাস ধরে ব্যাঙ্কের মোট ৬,৩১৯ জন গ্রাহক তাঁদের জমানো টাকা পাচ্ছেন না। ঋণ দেওয়ার নামে গ্রাহকদের অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীরা জানাচ্ছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও পাচ্ছেন না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। এ নিয়ে বিডিও অফিস থেকে শুরু করে মহকুমাশাসকের কাছে দরবার করেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁদের আরও অভিযোগ, 'অডিট' করার নামে প্রহসন চলছে এখানে।অভিযোগ, সমবায়ের যিনি স্পেশাল অফিসার ছিলেন, সেই গৌতম চক্রবর্তীকে বদলি করা হয়েছে। তিনিই এই 'ষড়যন্ত্রের মূলচক্রী' বলে অভিযোগ করছেন বিক্ষোভকারীরা।

বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল দশায় অবরোধে কংগ্রেসের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট (হি স)। মহেশতলায় বাটা মোড় থেকে জিঞ্জিরা বাজার পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা। যার কারণে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।রাস্তা দ্রুত মেরামতির দাবিতে শনিবার কংগ্রেস অবস্থান বিক্ষোভ করে, হয় পথ অবরোধও। স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করা হয় রাস্তার উপর।কংগ্রেসে এক নেতা বলেন, অভিষেকের লোকসভা কেন্দ্রে রাস্তা এখন পুকুরের চেহারা নিয়েছে। বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের যত্রতত্র বিশাল বিশাল গর্ত। প্রায় দিনই তার ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। আর পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস কানে তুলো গুঁজে ঘুমাচ্ছেন। অবিলম্বে রাস্তা মেরামত না হলে পুরসভা ঘেরাও করা হবে বলেও হুমকি দেন কংগ্রেস নেতারা।এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় সহ স্থানীয় নেতারা। সৌম জানান, এই রাস্তা মেরামতির জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও ৫১ পয়সার কাজ হয়নি এখানে। পুরো টাকাটা লুট হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে, এটাই কি উন্নয়নের ডায়মন্ড হারবার মডেল?

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঁকসার শিবপুরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুই জেলার

দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণ। আর তার জেরে অজয় নদে হড়পা বান। আর ওই জলের তোড়ে ভেঙে পড়ল কাঁকসার শিবপুরে অজয় নদীর ওপর তৈরী অস্থায়ী রাস্তা। রাস্তা ভাঙায় বিপত্তি। তাতেই একপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের বেশ কিছু গ্রামের। দুর্ভোগে পড়েছে সাধারন মানুষ। শুক্রবার রাত্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি কাঁকসার শিবপুরে অজয় নদীতে।কসার শিবপুরে অজয় নদীর অপরপ্রান্তে বীরভূমের জয়দেব কেঁদুলী। মূলত দুই জেলার যোগাযোগের অস্থায়ী রাস্তা। মকরসংক্রান্তির মেলা ছাড়াও সারা বছরই হাটবাজার সহ অন্যান্য কাজে দুই জেলার মানুষের যোগাযোগ রাস্তা ছিল অজয় নদীর ওপর। প্রতিবছরই বর্ষার জল নামলেই সিমেন্টের পাইপ বসিয়ে পাথর, মোরাম, মাটি দিয়ে রাস্তাটি তৈরী হয়। লাল মাটির ধুলো ঠেকাতে দেওয়া হয় ভাঙা রাস্তার পিচের টুকরো। তার ওপর দিয়ে সাইকেল, রিক্সা ছাড়াও নানান বাস, লরি যাতায়াত করে। জয়দেবে সপ্তাহে দুদিন আশপাশের এলাকার বড় হাট বসে মঙ্গলবার ও শনিবার। কাঁকসার শিবপুর, অজয়পল্লী সহ প্রায় ২৫ টি গ্রামের কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী জয়দেবের ওই হাটে দোকান বসায়। এছাড়াও এপার-ওপারে স্কুল, কলেজ অনেক পড়ুয়া টিউশিন পড়তে যাওয়া আসা করে। শিবপুর এলাকার মানুষের একরকমই সদর বাজার জয়দেব কেন্দুলী। শুক্রবার রাতভর ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। এছাড়াও অজয় নদী উপকূলবর্তী এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। আর তাতে রাতে অজয়নদীতে আচমকা হু হু করে জল বাড়তে থাকে। শনিবার সকালে গ্রামবাসীর দের নজর পড়ে জলের তোড়ে অস্থায়ী ওই রাস্তা ভেঙে পড়েছে। জলস্রোত বেড়ে চলেছে।খবর পেয়ে দুর্ঘটনা ঠেকাতে তৎপর হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসন। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। পঞ্চায়েত থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে। এদিকে রাত থেকে জলরাশি বাড়তে থাকার ফলে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে এলাকাবাসী। নদী পারাপারে সমস্যা হয়। দুই জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভাবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য জানান,' অজয় উপকূলবর্তী এলাকায় গত দুদিন ধরেই বৃষ্টিপাতের পরিমান বেড়েছে ঝাড়খণ্ডে। নদীতে জলও বেড়েছে। তার ফলেই এই বিপত্তি। জলের তোড়ে প্রতিবছরই অস্থায়ী রাস্তাটি ভেঙে পড়ে। সাধারন মানুষের ভোগান্তি হয়। নদীর ওপারেই জয়দেবে মঙ্গলবার ও শনিবার হাট বসে। সেখানে রুজির তাগিদে এপার থেকে প্রায় শ" দুয়েক সব্জি বিক্রেতা, অন্যান্য হকার জয়দেবে হাটে দোকান বসাতে যায়। রাস্তা ভেঙে পড়ায় তাদের রুজিতে টান পড়ল। দুর্ঘটনা ঠেকাতে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে। নদীতে এখন পারাপার যেন না করে। বার বার এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন। নতুন সেতু নির্মানের কাজ চলছে। জলের স্রোত কমলে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।'

মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার ঘটনায় শোকপ্রকাশ মায়াবতীর

লখনউ, ২৬ আগস্ট (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মায়াবতী। বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) জাতীয় সভাপতি মায়াবতী সাগর জেলায় দলিত যুবক হত্যার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। শনিবার মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে মায়াবতী বলেন, সাধু রবিদাসের ভক্তদের ওপর নৃশংসতা চরমে উঠেছে। এই ঘটনা বিজেপির দুধরনের চরিত্র সকলের সামনে এনেছে। সাগর জেলার ঘটনা নিয়ে পরপর তিনটি ট্যুইট করে বিএসপি প্রধান মায়াবতী বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। মায়াবতী বলেন, সাগর জেলায় যেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সন্ত রবিদাসের স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ওই একই এলাকায় তার ভক্তদের সঙ্গে অত্যাচার চরমে উঠেছে, যা বিজেপি সরকারের দুধরনের চরিত্রকে প্রকাশ্যে আনে।

গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি পুলিশের সঙ্গে

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। শনিবার ফের শহরে এসএসসি-র গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ হয়। যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয় চাকরি প্রার্থীরা।এ দিন মূলত কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। মেট্রো স্টেশনে নামতেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ। এর পরেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়।বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল পোস্টার। নানা ধ্বনি দিতে থাকেন তাঁরা। পুলিশকে এড়ানোর চেষ্টায় অনেকে রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। টেনে-হিঁচড়ে তাঁদের অনেককে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয় পুলিশ।

ভুয়ো কলসেন্টারের মাথা 'ফেরারি' কুণাল ধৃত

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। 'ফেরারি' কুণাল গুপ্তা শেষমেশ রাজ্য পুলিশের জালে ধরা পড়লেনঊ কলকাতা ও তার আশপাশে ভুয়ো কল সেন্টার-চক্রের পাণ্ডা হিসেবে এবং বিদেশে বেআইনি ভাবে অর্থ পাচারের চাঁই হিসেবে কয়েকশো কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তিনি। ওই যুবককে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ এবং সিআইডি-র গোয়েন্দারা বেশ কিছু কাল ধরে খুঁজছিলেনঊ কুণালের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিসও জারি করা হয়েছিলপুলিশের দাবি, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ও বিদেশ, মূলত সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্তঊ শুক্রবার গভীর রাতে আর শেষরক্ষা হলো না শুক্রবার ইডি তাদের একটি মামলায় কুণালকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করেছিলঊ পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে, এই বাহানা দেখিয়ে কুণাল কিন্তু ইডি-র হাজিরা এড়াতে চান। হাইকোর্ট সেটা জানার পর নির্দেশ দেয়, কুণাল গুপ্তাকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়নি এবং তাঁকে ইডি-র কাছে হাজিরা দিতে হবে ঊ সেই নির্দেশ মেনে কুণাল যান ইডি অফিসে ঊ সেখানে সিআইডি অফিসারেরা তাঁকে দীর্ঘ জেরা করেন। বার হওয়ার পর অপর একটি জালিয়াতির অভিযোগে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সেখান থেকে ইসরোর টেলিমেট্রি ট্র্যাকিং এবং কমান্ড নেটওয়ার্ক মিশন কন্টোল কমপ্লেক্সের উদ্দেশে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। ইসরোর কার্যালয়ে পৌঁছে প্রথমেই ইসরোর প্রধান এস সোমনাথের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। এরপর চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের নেপথ্যে থাকা ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি।

দেবে রেল

● প্রথম পাতার পর

জ্বালানোর চেষ্টা করলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। ৫৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।' কিছু যাত্রী নিজেদের সঙ্গে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আসায় এই বিপত্তি বলে মনে করছে রেল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি লখনউ-রামেশ্বরম ভারত গৌরব ট্রেন।

জল

● প্রথম পাতার পর

পর কল্যাণ সাগর পবিত্র হওয়ায় ভক্তদের মনেখুশির হাওয়া বইতে দেখা যায়। মায়ের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। জনগণের থেকে দাবি উঠেছে মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখা এবং অন্ন ভোগের মান উন্নয়ন করার।

সুরক্ষাব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে যাদবপুরের আসবেন ইসরোর প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। যাদবপুরের ক্যাম্পাসে আসতে চলেছে ইসরোর একটি প্রতিনিধি দল। রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস দু'দিন আগেই ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছেন। র‍্যাগিং নির্মূল করতে ইসরোর থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর অভিযোগে ক্রমেই জোরাল হচ্ছে র‍্যাগিং-এর তত্ত্ব। আর এসবের মধ্যেই র‍্যাগিং-মুক্ত ক্যাম্পাস গড়তে কী কী করণীয়, তা খতিয়ে দেখতে আসবে ইসরোর দল।রাজ্যপাল এই নিয়ে ইসরোর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। শুক্রবার ইসরোর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন উপাচার্য। সেখানে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের।শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ জানালেন, আগামী দিনে ইসরোর একটি টিম যাদবপুরে আসবে। যাদবপুর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন যাদবপুরের উপাচার্য।াপাতত হস্টেলের গেটে ও মেন গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইসরোর টিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরদারি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত দিকগুলি খতিয়ে দেখবেন এবং যদি আরও কিছু প্রযুক্তিগত সুবিধার প্রয়োজন হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেবে ইসরোর টিম।উপাচার্যের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেক হোল্ডার প্রায় ১৫ হাজার। সেক্ষেত্রে এই বিশাল সংখ্যক স্টেক হোল্ডারদের জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তি কী কী রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। বলছেন, 'ফেস রিকগনিশন, অবজেক্ট রিকগনিশনের মতো বিষয়গুলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিগ ডেটা অ্যানালিসিসের মধ্যে পড়ে।এই বিগ ডেটা অ্যানালিসিস প্রক্রিয়া এখনও গবেষণার আওতায় রয়েছে। সেটি কতটা কার্যকর করা সম্ভব, সেটি দেখতে হবে।' তবে কবে ইসরোর টিম আসছে, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি উপাচার্য। জানালেন, এই বিষয়টি রাজভবন দেখছে।

যাদবপুর ক্যাম্পাসে এক বস্তা মদের বোতল, কী বললেন উপাচার্য

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স)। যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরে ওপেন এয়ার থিয়েটার থেকে গাদা গাদা মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। শনিবার সাফাইকর্মীরা ওপেন এয়ার থিয়েটার পরিষ্কার করতে গেলে এই দৃশ্য ধরা পড়ে।সেই নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। যাদবপুরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করছেন তিনিও। বলছেন, 'বুঝতেই পারছেন কেন নিরাপত্তা দরকার। এই কারণেই আচার্যও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, যে কীভাবে কী করা যায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে মাদক ঢোকা বন্ধ করা যায় কি না, সেই চেষ্টা চলছে।'কিন্তু এই ঘটনা তো একদিনের নয়। সাফাইকর্মীরাই বলছেন, এক মাস আগেও যখন তাঁরা ওপেন এয়ার থিয়েটার সাফাই করতে এসেছিলেন, তখনও এভাবে গাদা গাদা মদের বোতল কুড়িয়েছিলেন তাঁরা। তাহলে কি অনেকদিন ধরেই যাদবপুরের ক্যাম্পাসে দেদার মদ্যপানের যে অভিযোগ তুলছেন একাংশের মানুষ, সেই তত্ত্বই আরও জোরাল হচ্ছে?যদিও বর্তমান উপাচার্য এই নিয়ে দায় ঠেলছেন আগে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের উপরেই। বলছেন, 'সেটা তো তখনকার কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন। তাঁরা কী দেখেছেন, কী ব্যবস্থা নিয়েছেন।'

বিক্রয় কেন্দ্র

● আটের পাতার পর

বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বার-কয়েক হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি একাধিক ব্যবসায়ীর দোকান পর্যন্ত সিল করে দিয়েছে। কিন্তু তার পরও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির উপর লাগাম টানতে পারছিল না প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সরকারিভাবে পেঁয়াজ বিক্রির জন্য কাউন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ক্রেতা সাধারণ।

সাত মাস রান্না হয়নি, পান্ডবেশ্বরে আইসিডিএস সেন্টারে তদন্তে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনিক কর্তাদের

দুর্গাপুর, ২৬আগস্ট (হি. স.) বেহাল আইসিডিএস সেন্টার। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে শিশু ও প্রসুতিদের খাবারের চাল। রাঁধুনি নেই। আইসিডিএসের কর্মী একা হাতে সব কাজ সামলাতে অপারগ। আর তাই সেন্টারে রান্না হয় না বলে অভিযোগ। এমনই নজিরবীহিন দশা পাণ্ডবেশ্বরের জামাই পাড়া, ডোম পাড়ার ১৪৪ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে। শনিবার তদন্তে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের।

পাণ্ডবেশ্বরের জামাই পাড়া, ডোম পাড়ার ১৪৪ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার। অভিযোগ পড়াশোনার জন্য পড়ুয়ারা আছে। তবে মিড ডে মিলের খাবার জোটে না। অভিভাবকদের অভিযোগ, গত সাত মাস ধরে সেন্টারে রান্না হয় না মিড ডে মিল। সম্প্রতি বিষয়টি অভিভাবকেরা অভিযোগ দেন বিডিও এবং স্থানীয় বিধায়কের কাছে। শনিবার অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে সটান আইসিডিএস সেন্টারে যান স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের যুগ্ম বিডিও সন্দীপ মজুমদার। সেন্টারটির বেহাল দশা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ তাদের। ভাঙাচোরা সেন্টারের ভেতর অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। গর্তে ভর্তি। সেখানেই পড়াশোনা করতে বাধ্য হয় পড়ুয়ারা। মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে মিড ডে মিলের চাল। প্রশ্ন, যেখানে অপুষ্টি ঠোকাতে শিশু ও প্রসুতিদের মিড ডে মিলের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যায় হয়, তখন খাবারের চাল অযত্নে মাটিতে গড়া গড়ি খাচ্ছে? সেন্টারটির দায়িত্বে থাকা দিদিমনি নিয়তি রুইদাস অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, "মাসখানেক আগেও সেন্টারে মিড ডে মিলে রান্না হত। এখন বেহাল অবস্থার কারণে রান্না করা সম্ভব হয় না। রাঁধুনি নেই। নির্দিষ্ট রান্না ঘর নেই। আমার শারিরিক অসুস্থতার কারনে মাইনের টাকায় একজনকে রান্নার কাজে রেখেছি। গত ২০১১ সাল থেকে সেন্টারের বেহাল অবস্থা জানিয়েছি সুপারভাইজার থেকে প্রশাসনকে। সুরাহা হয়নি।'বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, "অভিভাবকদের অভিযোগ পেয়েই এদিন তদন্তে এসেছি। রান্না হয় না। চাল মাটিতে পড়ে। এটা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।' তিনি আরও বলেন,' বিধায়ক তহবিল থেকে ওই সেন্টারটি সংস্কার করা হবে। তার জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। প্রসুতি ও শিশুরা খাবার থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, তারজন্য আপাতত অন্য কর্মীকে সেখানে দিয়ে সেন্টার সচল রাখার জন্য বলা হয়েছে।'পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও মহাশ্বেতা বিশ্বাস বলেন, "জয়েন্ট বিডিও তদন্তে গিয়েছিলেন। তদন্তের রিপোর্ট জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

সড়কে ধ্বস্

● প্রথম পাতার পর

পাথরের ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। একই স্থানে ঘন ঘন ধস পড়ায় দেশের অন্য অংশের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে যায় বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশ।

গত তিনদিন থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে ভূমিধসের একাধিক খবর পাওয়া গেছে। গত ২৭ মে, ১৪ জুন, ১৫ জুন, ১৭ জুন, ১৮ জুন, ৫ আগস্ট এবং ১১ আগস্টের পর ফের সোনাপুর টানেলের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে জল-মিশ্রিত কাদামাটির ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। তবে এই বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।প্রতিবারের মতো আজও বিআরও-র জওয়ানরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কয়েকটি এসকেভেটরের সাহায্যে সড়কটিকে সচল করে তোলার চেষ্টা করছেন।এদিকে পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার অন্তর্গত উমকিয়াং এবং লুমশ্নং পুলিশ ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সোনাপুর থেকে রাতাছড়া পর্যন্ত গাড়িঘোড়া চালানোর সময় চালকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

"রোভার প্রজ্ঞান" তৈরী করে নজির গড়ল ছোটোন

দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটিতে ল্যান্ডিং করে চন্দ্রযান- ৩ সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নাম গর্বিত সারা দেশ। তাদের সম্মান জানাতে সদৃশ্য রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করল দুর্গাপুরের যুবক। চাঁদের মাটিতে না পৌঁছালেও মোবাইল অপারেটিং মাধ্যমে কৃত্রিম ওই রোভার পৃথিবীর মাটিতে চলতে শুরু করবে। ছবিও তুলবে। একইসঙ্গে আবার মাটিতে জাতীয় পতাকাও পুঁতে দেবে। এমনই যন্ত্রযান তৈরী করে তাক লাগালো দুর্গাপুরের ছোটোন ঘোষ।দুর্গাপুরের ধুবচুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ছোটন ঘোষ। পেশায় ফুলের সাজসজ্জার কাজ করেন তিনি। মাধ্যমিক পাশ করার পর শুরুতে বাবার সঙ্গে গ্যারেজে কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে কারিগরি শিক্ষার হাতেখড়ি। মাস কয়েক আগে ১০ সিটের সৌরবিদ্যুত চালিত বাইক তৈরী করে নজির গড়ে ছিলেন। প্যাডেল ছাড়া সূর্যালোকে ওই বাইকে চড়ে অনায়সে যাওয়া আসা করা যাবে। সেটা তৈরীতে খরচ হয়েছিল তার কুড়ি হাজার টাকা। ওই বাইকে লোহার টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে তার সঙ্গে টায়ারের চাকা। সোলার প্লেট, ব্যাটারি বসানো হয়েছিল। পরীক্ষামুলকভাবে সফল হয়। জ্বালানিতেল মূল্যবৃদ্ধির জেরে, কম খরচে সেটা সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুবিধায় যাওয়া আসার জন্য তৈরী করেছিল ছোটোন। সম্প্রতি চন্দ্রযান-৩ সাফল্যে আনন্দোচ্ছাসে মেতেছে গোটা দেশ। চন্দ্রযান উৎক্ষেপনের সপ্তাহখানেকের মধ্যে ছোটোনও সদৃশ্য চন্দ্রযান তৈরী করেছিল। তবে সেটা মনোরঞ্জনের জন্য। প্ল্যাস্টিকের বোতলের সাড়ে ছ"ফুটের সিলিন্ডার তৈরী করা হয়। তাতে আর্ডিনো ডিভাইস বোর্ড লাগানো ছিল। সঙ্গে ছিল ৯ ভোল্টের ব্যাটরী। মোবাইল দ্বারা অপারেটিং সিস্টেম ছিল। প্রায় ৪০ ফুট ওপরে উড়েছিল তার কৃত্রিম চন্দ্রযান। এবার সদৃশ্য রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করে তাক লাগালো ছোটোন।

কি আছে তাঁর এই রোভারে ?লোহার রডের ফ্রেম। চার গিয়ার সিস্টেম। হাইড্রোলিক জ্যাক লাগানো রয়েছে। সেটা দিয়ে জাতীয় পতকা মাটিতে পুঁতে দেওয়ার কাজ করছে। ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে প্রজ্ঞান কাজ করছে। একইসঙ্গে আর্ডিনো ডিভাইস বোর্ড, যার মাধ্যমে মোবাইলে অপারেটিং করা যাবে। এছাড়াও ১২ ভোল্টের ব্যাটরী। এই চন্দ্রযানে আবার ক্যামেরাও লাগানো হয়েছিল। শনিবার যখন চাঁদের মাটি ছুঁয়ে ভারতীয় অশোক স্তম্ভের প্রতীকী ছাপ ফেলছে রোভার প্রজ্ঞান। ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্গাপুরের মাটিতে ছোটোনের তৈরি কৃত্রিম রোভার প্রজ্ঞান ইসরোর বিজ্ঞানীদের সাফল্যকে সম্মান জানাচ্ছে জাতীয় পতাকা বহন করে। এদিন ধুবচুড়িয়া গ্রামের ছাই মাঠে নিজের তৈরী রোভার প্রজ্ঞান প্রদর্শনী করেন ছোটোন।তিনি জানান,' অতীতে গ্রামের বিভিন্ন উৎস অনুষ্ঠানে কৃত্রিম হেলেকপ্টার তৈরী করে মানুষকে মনোরঞ্জন দিয়েছি। এবারও দুর্গাপুরবাসির মনোরঞ্জনের জন্য এই রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করেছি। তার সঙ্গে মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসরোর বিজ্ঞানীদের সম্মান জানানো। মানুষ আমার তৈরী এসব যান দেখে খুশী হয়, আনন্দ পায়। শুভেচ্ছা জানায়, সেটাই আমার বড় প্রাপ্তি।' তিনি আরও বলেন,' জ্বালানী তেল মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। তাই আমার নতুন প্রজেক্ট সৌরবিদ্যুতের দুই সিটের বাইক তৈরী। সেটার কাজ চলছে। তবে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেলে এই ধরনের সাইকেল সাধারন মানুষ উপকৃত হবে।'

রাঠে

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান তিনি ব্যক্তিগত ভাবে টি.টি.এ.এ.ডি.সি এলাকার উন্নয়নের জন্য ১১০০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে এসেছিলেন। তবে কেন তিনি পদত্যাগ করলেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। তবে গুঞ্জন চলছে চাপে পরে তিনি নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। হয়তো আগামিদিনে প্রকাশ্যে আসবে ঠিক কেন তিনি পদত্যাগ করেছেন।

প্রমুখদের বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

আর ফিরে আসবে না। কংগ্রেস-সিপিএম থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।এই সভায় প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন, ত্রিপুরার উন্নয়ন একমাত্র বিজেপির দ্বারাই সম্ভব। আজ এই কেন্দ্রের বাড়ি বাড়ি প্রচারে মানুষ দীর্ঘ বাম শাসনের ভয়ার্ত চেহারাই স্মরণ করে বলেছে তারা পঁচিশ বছর অপশাসন দেখেছে। বক্সনগর সিপিএমের গড় বলে। এখন থেকে সিপিএমকে উৎখাত করতে হবে। সিপিএম ত্রিপুরা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। গরিবের সরকার বলে দাবি করা সিপিএম গরিবের জন্য কী করেছে সেই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার আবাস যোজনা, সমাজিক ভাতা পেয়েছে এর জন্য কোনও চাঁদা দিতে হয়নি। অতীতে দলীয় নেতা, ক্যাডার বা সুযোগ সুবিধা পেতো। প্রকৃত গরিব বঞ্চিতই থেকে যেতো। এছাড়া সিপিএম একটি বিশেষ ভাতা চালু করেছিল সেটা হল স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা। গরিব মানুষ বিভিন্ন সুযোগ হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।তিনি বলেন এটাই পরিবর্তন।বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আজকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, টিংকু রায়, বিকাশ দেববর্মা, বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি সুভাষ সাহা, এই কেন্দ্রের প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

রাজ্যভিত্তিক এনএসএস পুরস্কারের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। রাজ্যভিত্তিক এনএসএস অর্থাৎ জাতীয় সেবা প্রকল্প পুরস্কারের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এই বছরও রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেল, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার এবং এনএসএস ভলেন্টিয়ার স্তরে ২০২১-২২, এবং ২০২২-২৩ সালে যাঁরা সমাজ সেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরকে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় সেবা প্রকল্প পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাজ্যের ১০ জন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার, ২০ জন এনএসএস ভলেন্টিয়ারকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। এই পুরস্কারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার, এনএসএস ভলান্টিয়ারকে ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস শাখা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, শিক্ষা ভবন পাঁচ তলা, অফিস লেন, আগরতলায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অথবা দপ্তরের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস আধিকারিক তথা এসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ চিত্রজিৎ ভৌমিক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আমবাসায় সোনালী ট্রফি ফুটবল উদ্বোধনী ম্যাচে আজ বলরাম-কুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। উদ্বোধন আগামীকাল। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বলরাম মর্ণিং বয়েজ এবং কুলাই স্পোর্টস আকাদেমি। মহকুমা ফুটবল সংস্থা আয়োজিত প্রাইজমানি সোনালী ট্রফি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। কুলাই স্কুল মাঠে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, মহকুমার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সূত্রধর, জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জশোয়াল এবং ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ প্রমুখ।

এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ১৬ দল: নাইথিংগল পাড়া এফ সি, কে টি পাড়া, অম্পি এফ সি, বলরাম সাংমা পাড়া, হাউ দ্য জোশ, থাংসা এফ সি, বাগমারা বাজার জুমিয়া কলোনী, গোপাল স্টার ('এ' গ্রুপ), কাসারাং মথৌ ক্লাব, লালছড়ি মিশন, বলরাম মর্ণিং বয়েজ, কুলাই স্পোর্টস আকাদেমি, ইউনাটেড ব্রাদার্স, বাগমারা একাদশ, সুপার একাদশ এবং কাচিম ছড়া একাদশ ('বি' গ্রুপ)।

উদ্যোক্তা কমিটির সচিব সুবীর শব্দকর এখবর জানান। তিনি বলেন,'নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে কুলাই মাঠকে। প্রতি দলের ফুটবলাররা ওই মাঠে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারবে আশা রাখি'।

চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ফুটবলে ফরোয়ার্ড আজ জুয়েলসের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। আগামীকাল অভিযান শুরু করছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। প্রতিপক্ষ প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সঙ্ঘের বিরুদ্ধে পরাজিত জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

শিল্ডের সেমিফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের ফুটবলাররা। এতে গোটা দলই তেঁতে রয়েছে।

আগামীকাল সব সমালোচনার জবাব মাঠেই দিনে চান রতন কিশোর জমাতিয়া-রা। আপাতত ক্লাব কর্তারা রয়েছেন ফুটবলারদের পাশে। গোটা দলকেই উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় রয়েছেন ক্লাব কর্তারা। শনিবার দু-দলই অনুশীলন সেরে নেন। অনুশীলনে সুভাষ বসু-র ছেলেদের যথেষ্ট সিরিয়াস লক্ষ্য করা গেছে। লিগে ঘুরে দাড়াতে বদ্ধপরিকর ফরোয়ার্ডের সৈনিক-রা। কোচ সুভাষ বসু যথেষ্ট সিরিয়াস হলেও ওনার দিল খোলা হাসিতে স্পষ্ট, তিনি যেনও জয় দেখতে পাচ্ছেন। তবে সাংবাদিকদের সামনে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন চিরাচরিত ভাবে। স্পষ্টভাবেই বলেন, 'যে দলের ফুটবলাররা ৯০ মিনিট মাঠে দৌঁড়াতে পারবেন, দৌঁড়তে দৌঁড়তে ভাবতে পারবেন, আর মাঝমাঠ দখলে নিতে পারবে, সেই দলই বিজয় হাসি হাসবে। জুয়েলস প্রথম ম্যাচে হারলেও দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী। আমাদের সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে'। ম্যাচে জোড় লড়াই হওয়া নিয়ে আশাবাদী জুয়েলস কোচ আবু তাহেরও। তিনি গোটা দলকে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে ছেলেরা নিজেদের সেরা খেলাটা মাঠে উজার করে দেবেই বিশ্বাস করেন জুয়েলস কোচ।

শহর দক্ষিণের একমাত্র গৌরবময় ক্লাব জয় অব্যাহত রেখে শীর্ষে ত্রিবেণী সংঘ

ত্রিবেণী সংঘ: ৩(চেনচিন ৩) বীরেন্দ্র ক্লাব: ১(শান্তা জয়)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। শহর দক্ষিণের একমাত্র ক্লাব বলে কথা। আলাদা একটা অনুভূতিও কাজ করছে মাঠে। চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলে খেলছে শহর দক্ষিণের একমাত্র ক্লাব ত্রিবেণী সংঘ। আর সেই ত্রিবেণী সংঘ জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচের শেষে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকার আনন্দটাই আলাদা। ফুটবল মাঠে কে যে কখন ডার্ক হর্স-এর স্বীকৃতি পায় তা বলা মুশকিল। তবে আজ, ত্রিবেনীর পক্ষে ১২ নম্বর জার্সিধারী চেনচিন মাওয়া-র অনবদ্য ফুটবল পারফরম্যান্স দর্শকাকীর্ণ উমাকান্ত স্টেডিয়ামে কিছুটা হলেও তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘ তাদের দ্বিতীয় জন ছিনিয়ে একদিকে যেমন টানা জয় ধরে রেখেছে, অপরদিকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। প্রথমার্ধে দু-দলের লড়াই এবং আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে কোনও পক্ষ কারোর বিরুদ্ধে গোল করতে সমর্থ হয়নি। মুখ্যত: গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ত্রিবেণী সংঘের চেনচিন মাওয়াই একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পাঁচ মিনিট বাদে আরেকটি গোল করে চেনচিন গোল ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শূন্য করে নেয়। গোল মেশিন এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে ঠিক ৭ মিনিট বাদে আরও একটি গোল চেনচিন-এর পা থেকে এবং ব্যবধান ৩-০ হয়। চেনচিন-এর হ্যাট্রিকও হয়ে যায়। তবে ৭ মিনিট বাদে বীরেন্দ্র ক্লাবের অনবদ্য প্রয়াস একটু হলেও কার্যকরী হয়। শান্তাজয় রিয়াং একটি গোল করে ব্যবধান এক-তিন করে নেয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জগন্নাথ জিউ মন্দিরে ঝুলনযাত্রার প্রস্তুতি। ছবি নিজস্ব।

সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে রেগার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে রেগার কাজ হচ্ছে। সরকারের নিয়ম নির্দেশিকার কোন ধরনের তুয়াক্কা না করে প্রতিদিন রেগার কাজের নামে চলছে হরির লুট। সরকারি অর্থ এইভাবে আদ্যা শ্রাদ্ধ করার ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষ।বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিগত প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন যাবত বিভিন্ন স্থানে রেগার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজগুলোতে প্রায় ১০০ জনের বেশি শ্রমিক যুক্ত রয়েছেন। প্রতিদিন রেগার কাজের নামে চলছে ছেলে খেলা। নিয়ম অনুযায়ী যে সময় পর্যন্ত কাজ করার কথা শ্রমিকদের তার কাছে ধারেও কাজ হচ্ছে না। আট ঘন্টা কাজের বদলে প্রতিদিন ঠিক ভাবে এক ঘন্টাও কাজ করছে না শ্রমিকরা। রেগার কাজের দায়িত্বে থাকা জিআরএস কাজের তদারকির ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। অন্যদিকে যে সমস্ত লোকদের বেআইনিভাবে রেগার মুজুর পরিবর্তে কাজ দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারাও দিনভর গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে রেগার শ্রমিকরা ঘন্টাখানেক নিজ ইচ্ছা মত কাজ করার পর বাড়ি মুখি হচ্ছেন। ফলে কাজের আউটপুট আসছে না সঠিকভাবে। এই কাজগুলোতে দেখা যাচ্ছে যেখানে পুরুষদের নামে কাজ বরাদ্দ হয়েছে সে জায়গায় বাড়ির মহিলারা কাজে আসছেন। ফলে কাজে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে। মাটি কাটার ক্ষেত্রে বা ভারী কাজের ক্ষেত্রে কাজের আউটপুট নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জমির মালিকরা। সকাল ৯ টায় কাজ শুরু হলে এগারোটা বাজার আগেই সমস্ত শ্রমিক ঘরমুখী হয়ে যান। এই ধরনের অবস্থায় শ্রমিকদের একাউন্টে গাদা গাদা টাকা ঢুকিয়েও কাজের কাজ আখেরে কিছুই হচ্ছে না। স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের প্রশ্ন রেগার কাজগুলো ব্লকের বিডিও, জিআরএস এবং অন্যান্য আধিকারিকরা নিয়মিত তদারকি করছেননা কেন? এইভাবে নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে রেগার কাজ চলতে থাকলে আখেরে জনগণের অর্থ অপচয় হচ্ছে।সুতরাং জনগণের দাবি শ্রমিকরা যাতে সঠিক সময় পর্যন্ত কাজ করে এবং আউটপুট আসে সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে অতিসত্বর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

অম্পি-গন্ডাছড়া রাস্তার বেহাল দশা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে।আর সেই সরকারের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবসার নমুনা দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠছে। রাস্তাতো নয় যেন মরণ ফাঁদ।আর এই ফাঁদেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণকে নিত্যদিন চলতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে অম্পিনগর-গন্ডাছড়া রাস্তার অম্পিনগর কমিউনিটি হলের সামনে থেকে বিশ কিলো পাড়া পর্যন্ত, দীর্ঘ চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ বছর ধরেই বেহাল অবস্থা হয়ে আছে। রাস্তাটির রক্ষনা বেক্ষনের দায়িত্বে থাকা এনবিসিসি নির্মান সংস্থার কর্মকর্তাদের কোন প্রকার কার্যকরী ভূমিকা নেই। সানীয় প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল নেই। এনবিসিসি'র কর্মকর্তাদের বর্তমানে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। অভিযোগ এনবিসিসি'র ঠিকাদাররা রাস্তা নির্মানে ডিপিআর অনুযায়ী কাজ করেনি। তাছাড়া নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করেছে। যে কারনে প্রায় পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি পুর্ত দপ্তরের নিকট অদ্যাবধি হস্তান্তর করতে পারেনি নির্মান সংস্থার কর্মকর্তারা। ফলে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। মাত্রা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কৈলশহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কৈলাশহর কালিদিঘির পাড় এবং বউলাবাসা এলাকার বাসিন্দারা। জানা যায়, কৈলাসহরের বিদ্যুৎ দপ্তর গত মে মাসে নতুন মিটার লাগিয়ে দিয়ে যায় ওই এলাকাগুলিতে। এরপর গত মাসে কোন কোন বাড়িতে ১৭ দিনে ১১ হাজার টাকার উপরে বিদ্যুৎ বিল আসে যা দেখে চোখ কপালে ওঠে যায় বাড়ির মালিকের। পাশাপাশি আরো অনেক বাড়ি গুলিতে এরকম বিদ্যুৎ বিল আসে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ এত বিদ্যুতের বিল আসার কথা নয়। এত বিদ্যুৎ বিল কোথা থেকে আসল তা বুঝে উঠতে পারছে না ভোক্তারা। উক্ত বিষয় নিয়ে আজ কৈলাসহর কালিদিঘির পাড় এবং বৌউলা বাসা এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে কৈলাশহর বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে আসে এবং সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। তারা আশ্বাস দেন যে আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্যাটি সমাধান করবেন। আর যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিনে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করে তোলা হবে কৈলাশহরে, এমনই হুঁশিয়ারি দেন এলাকাবাসীরা।

জিন্দাল ইনস্টিটিউট-এর টিচার ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ছেলেমেয়েদের শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান আহরণে আবদ্ধ করে রাখলেই চলবে না। প্রথমত তাঁদের আবেগ বুঝে মুক্তমনা হয়ে ভাবনার সুযোগ দিন, কোনও রকম চাপে রেখে পড়াশোনা আদায় করে ১০০ শতাংশ সাফল্যকে টার্গেট বেঁধে দিলে কার্যত আমরা ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করতে পারাটা অনেক সময় দুরূহ ঠেকে। এর থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতেই জিন্দাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়ারাল সায়েন্সেস-এর এক প্রতিনিধি দল আগরতলায় আজ, শনিবার প্রথমবারের মতো নিখরচায় টিচার ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পঞ্চাশটি স্কুলের আড়াইশোরও বেশি শিক্ষাবিদকে নিয়ে এ ট্রেনিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং ইমোশনাল বিষয় গুরুত্বারোপে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। আগামী দিনে রাজ্যের শিক্ষাবিদরা জিন্দাল ইনস্টিটিউট-এর সদর কার্যালয়ে হরিয়ানায় গিয়েও সাময়িক সময়ের কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ পাবে বলে প্রতিনিধিবর্গ বিকেলে শহরে এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন তাদের নীতি ও আদর্শের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাদের ব্যাপকতার কথা বলতে গিয়ে দেশ এবং বিদেশে প্রায় দুই লক্ষাধিক শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এসেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্দাল ইনস্টিটিউট এর পক্ষে ফাউন্ডার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডিরেক্টর ডঃ সঞ্জীব পুরুষোত্তম সাহনী, ডক্টর স্নেহ কাপুর, সহ অধিকর্তা সুরেক জৈন এবং ইস্টইন্ডিয়া জোনের রিজিওনাল হেড তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে বাম ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ আগস্ট।। ২৪ তারিখ সন্ধ্যাবেলা সিপিআইএম এসএফআই কৈলাশহর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সাগর ভট্টাচার্যকে হকার্স কর্নার সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারপিট করে। বর্তমানে সাগর ভট্টাচার্য্য গুরুতর আহত অবস্থায় কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাই দোষীদের শাস্তির দাবিতে কৈলাসহর রাজপথ কাঁপিয়ে বাম ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলটি কৈলাশহর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির অফিস কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কৈলাশহর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির অফিস কার্যালয়ের সামনে এসে মিলিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই এফ আই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশু দাস এসএফআই কৈলাশহর বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সইফ উদ্দীন ডি ওয়াই এফ আই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সভাপতি সুরমান আলী থেকে শুরু করে আরো অনেকে।

শনিবার নয়াদিল্লিতে একাধিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

সড়ক দুর্ঘটনা, হত প্রৌঢ়

কামরূপ (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ কামরূপের গরিমারিতে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক প্রৌঢ়ের। নিহত ব্যক্তিকে পলাশবাড়ির কান্দুলিমারি গ্রামের ৭৫ বছর বয়সি পাগল মণ্ডল বলে শনাক্ত করা হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ দুপুরের দিকে গরিমারির শিঙিমারি এলাকায় সুরজিত নামের এক যুবক তার মোটর বাইক দিয়ে ধাক্কা দেন পথচারী পাগল মণ্ডলকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রৌঢ় মণ্ডল রাস্তায় পড়ে যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গরিমারি সামুহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ঘোষণা করেন।এদিকে দুর্ঘটনা সংগঠিত করে সুরজিত তার এএস ০১ ডিই ৮৭১৬ নম্বরের এভেঞ্জার মোটর বাইক দুর্ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায়।

ভাতার দাবিতে অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি সংগ্রাম পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। সামাজিক ভাতা ৮০০০ টাকা করা, সামাজিক ভাতা নিয়মিত প্রধান করা, নতুন যারা ভাতা পাওয়ার যোগ্য তাদের তালিকাভুক্ত করা সহ চার দফা দাবিতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি জমা দিল ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। সংগঠনের তরফে এক প্রতিনিধি দল দাবি সনদ তুলে দেন অধিকর্তার কাছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রিজিয়া খাতুন। তাদের ৪ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সামাজিক ভাতার পরিমাণ মাসে ৮ হাজার টাকা, নিয়মিত ভাতা প্রদান, যাদের নাম ভাতার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা, নতুন যারা ভাতা পাওয়ার যোগ্য তাদের নাম ভাতার তালিকায় যুক্ত করার দাবি জানানো হয়।'

যান দুর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ আগস্ট।। শনিবার দুপুর আনুমানিক একটায় বিশ্রামগঞ্জ থেকে টাকারজলা যাওয়ার পথে জাঙ্গালিয়া এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হয় তিনজন।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অটো গাড়িটি দ্রুতগতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাঙ্গালিয়া চড়কবন এলাকায় রাস্তা থেকে উল্টে জঙ্গলে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলের ছুটে গিয়ে রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহতরা হলেন সুচিত্রা রিয়াং (৩৭), রাজেন্দ্র রিয়াং (৪২), তনু রিয়াং (৫৫)। দ্রুতগতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পরে।বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত তিনজন কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন।

সেপ্টেম্বরে তিন দেশে রাহুল

নয়াদিল্লি: গ্লোবাল আউট রিচ প্রোগ্রামের সাথে গণনা করে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ৭ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং নরওয়ের তিন দেশের ইউরোপীয় সফরে রওনা হবেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, ব্রোসেলস ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে মিঃ গান্ধী তার ভাষণে কী বলবেন তা জানা মজার বিষয় হবে।
মে মাসে তার সাম্প্রতিক মার্কিন সফরে মিঃ গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে উপহাস করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করেছিলেন এবং তার বিশাল সফল 'ভারত জোড়ো যাত্রা' হাইলাইট করেছিলেন যেখানে গান্ধী চার মাসের জন্য ৪০০০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে দেশের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন।সম্প্রতি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মণিপুর সহিংসতা নিয়ে বিতর্ক করেছে এবং সরকারকে সহিংসতার ঘটনা বন্ধ করতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বলেছে এবং প্রস্তাব পাস করেছে কিন্তু ভারত এই সিদ্ধান্তকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করে এই প্রস্তাবে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে জোরদার করতে বামপন্থী ছাত্র যুবদের প্রতি আহ্বান নরেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর ২৬ আগস্ট।। বিজেপি''র শাসনে ভালো নেই দেশ, রাজ্য। যুবকরা কাজ না পেয়ে হতাশ। দেশের ও রাজ্যের যুবকদের এবং সাধারণ জনগণের প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না বিজেপি সরকার। দেশের জনগণ প্রস্তুতি নিচ্ছে এই জনবিরোধী, স্বৈরাচারী সরকারকে সরানোর লক্ষ্যে। দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে জোরদার করতে সাহসের সহিত ভূমিকা নিন ত্রিপুরার ছাত্র-যুব সমাজ। শনিবার কিল্লায় যুব মিছিলি শেষে সভায় এই আহ্বান জানান প্রাক্তন যুব নেতা নরেশ জমাতিয়া।
শনিবার ডিওয়াইএফআই-টিওয়াইএফ উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে কিল্লায় হয় যুব মিছিল। সাদা-সবুজ ঝান্ডার বেগবান মিছিল শুরু হয় কিল্লা বাগান বাড়ি এলাকা থেকে। মিছিলটি কিল্লা নিচের বাজার, উপরের বাজার, কিল্লা মোটরস্ট্যান্ড, ব্রীজ চৌমুহনী ঘুরে পুনরায় মোটরস্ট্যান্ডে এসে মিলিত হয় সভায়। এখানে ফারুক আহমেদ ও দাঙ্গা বাহাদুর মলসমের সভাপতিত্বে নরেশ জমাতিয়া ছাড়াও বক্তব্য রাখেন টিওয়াইএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৌশিক রায় দেববর্মা, ডিওয়াইএফআই উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক শুভ চক্রবর্তী, টিওয়াইএফ উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক রাজেন্দ্র জমাতিয়া।
ইয়থঅব ত্রিপুরা আস্ক দা চিফ মিনিস্টার- শ্লোগানে সাতটি প্রশ্নকে সামনে রেখে হয় যুব মিছিল ও সভা। এদিন দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রশ্ন রাখা হয় আমাদের কাজ কোথায়? নেশায় ভাসছে রাজ্য, ধ্বংসের মুখে যুব সমাজ -কোথায় প্রশাসন? রাজ্যে শিশু কন্যা থেকে বৃদ্ধ মহিলা সুরক্ষিত নয় কেন? রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংকট, সরকারী প্রতিটি দপ্তরে প্রচুর শূন্যপদ- নিয়োগ নেই কেন? ১২৫ তম সংবিধান সংশোধন করে এডিসি''র হাতে অধিক ক্ষমতা ও অর্থ প্রদান করা কেন হচ্ছে না? ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তহশিলে কেন স্থান দেওয়া হচ্ছে না? বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার উন্নতি হচ্ছে না কেন?
নরেশ জমাতিয়া আলোচনায় বলেন, বিজেপি সরকার প্রতারনা ও প্রবঞ্চনার সরকার। গত সাড়ে পাঁচ বছরে ত্রিপুরার যুবকসহ সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করে চলেছে। রাজ্যের জনগণ সবকিছু বুঝতে পারছে। তার জন্য গত নির্বাচনে রাজ্যের ৬০ শতাংশ জনগণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কিন্তু বিরোধী ভোট ভাগাভাগির কারণে বিজেপি কম ভোট ও কম আসন পেয়েও সরকার গড়তে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ওরা বুঝতে পারছে দেশের নির্বাচনে জনগণ বিজেপিকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশে বিসর্জন হলে ত্রিপুরায় কি হবে তা সকলেই বুঝতে পারছেন। ফলে এখন এরা মানুষের কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে চলছে। তবে এভাবে বেশিদিন স্থায়ী হওয়া যায় না। যুবরা ঘুরে দাঁড়ান। গোটা রাজ্যের যুবকরা রাস্তায় নামছে। অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। সাহস নিয়ে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি।
তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিজেপি একটি প্রতিশ্রুতিও পালন করতে পারেনি। যুবকদের সরকারী কর্মসংস্থানের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। মিসকলে চাকরীর গল্প বলা লোকের এখন দেখা নাই। কর্মচারীরা কিছু পায়নি। উল্টো বিভাজনের রাজনীতির নামে ত্রিপুরাকে পেছনের দিকে নিয়ে গেছে। উপজাতি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে এরা। এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই জারী রাখতে বলেন নরেশ জমাতিয়া। এদিনের সভায় উপস্থিত হয়ে কিল্লার দার্জিলিং ভিলেজের থুমবাড়ি এলাকার ৫ পরিবারের ১৬ ভোটার ত্রিপরা মথা দলত্যাগ করে লালঝান্ডা হাতে তুলে নেন। তাদের দলে বরণ করে নেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নরেশ জমাতিয়া, উদয়পুর মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অনন্ত জমাতিয়া ও কিল্লা অঞ্চল সম্পাদক অমৃত সাধন জমাতিয়া। জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে দলত্যাগকারী পরিবারের কর্তারা হলেন মহনিভক্ত মলসম, মলপদ মলসম, মহনিচন্দ্র মলসম, জনকমুনি মলসম ও কেমবাবু মলসম।

পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে এমজি বাজারে প্রশাসনের উদ্যোগে খুলল বিক্রয় কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। রাজ্যের বাজারগুলোতে আলু-পেঁয়াজের মতো নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে অভিনব পদক্ষেপ নিল খাদ্য দফতর। রাজধানী আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে শনিবার সকালে সরকারিভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে সুলভমূল্যের পেঁয়াজ বিক্রয় কাউন্টার।
এদিন খাদ্য দফতরের আধিকারিক সহ সদর মহকুমাশাসকের উপস্থিতিতে চালু করা হয় এই পেঁয়াজ বিক্রয় কেন্দ্র। এখান থেকে ক্রেতা সাধারণ ৩৮ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ ক্রয় করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমাশাসক অরূপ দেব। প্রতিদিন সকাল ৮-টা থেকে এই পেঁয়াজ বিক্রয় কাউন্টার খোলা থাকবে, যেখান থেকে সুলভমূল্যে ক্রেতারা পেঁয়াজ ক্রয় করতে পারবেন।
প্রাথমিকভাবে রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে এই কাউন্টার চালু করা হলেও আগামীতে বটতলা, লেক চৌমুহনি, দুর্গা চৌমুহনি বাজারেও পর্যায়ক্রমে সুলভমূল্যে পেঁয়াজ বিক্রয় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমাশাসক।
প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কিছুদিন যাবত পেঁয়াজের উর্ধ মূল্যের কারণে রাজ্যের ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম। বাজারে পেঁয়াজের মূল্যের বাড়বাড়ন্তের ফলে দফায় দফায় সংবাদ শিরোনামেও ওঠে এসেছে। খবরের জেরে মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দফতরের তরফে দফায় দফায় ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু একাংশ কালোবাজারি তাদের মুনাফার লক্ষ্যে পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অধিক মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করে চলেছেন খোলাবাজারে। ওই সব কালোবাজারিদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।